রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ১৬ ই ভাদ্র —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৩১এ আগষ্ট ১৮৭৬ সাল } ২৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

মাল বৈদ্যদের মতে

সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

মূল্য ।৵০ আনা। ডাকমাশুল/০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ্য রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র বা বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সুতিকা, প্রদর, মুর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পুর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷৷০ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বর, যক্ষা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ, অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্বআকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

আপনার অমৃত রস নামক মহৌষধীর মহৎ গুণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরীক্ষায় সুন্দর রূপে হৃদ প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীঅশুতোষ রায়।
মোং কুড়লগাছি, জেলা, নদীয়া।

আপনার প্রেরিত অমৃত রস সেবন করিয়া নানা প্রকার রোগ হইতে পরিত্রাণ প্যাইয়াছি, ইহার নিমিত্ত আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে শত২ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীমতিলাল হালদার।
মোং দারজিলিং।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দোপাধ্যায়।
মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রী চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর।

মহাশয়ের ঔষধ আনাইয়া বহুতর ব্যক্তিকে সেবন করানতে প্রায় সকলেরই উপকার হইয়াছে। অতএব কাহাকেও পুরাতন রোগাক্রান্ত দেখিলে আপনার মহৌষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
মোং বহুড়ু, মজীলপুর পোঃ আঃ।

আপনার পেরিত পত্র দ্বারায় দিনহরি নন্দীর বিষয় সমুদয় অবগত হইলাম। তিনি নিঃসন্দেহ জুয়াচুরি করিয়াছেন, কারণ আমি তাঁহার নিকট হইতে ২৫ শিশি অমৃত রস গ্রহণ করি তন্মধ্যে ২০টী ঔষধ দ্বারায় সকলেরি উপকার হইয়াছে। শেষ কালে যে ৫টি শিশি লইয়া ছিলাম, এবং যাহাতে বাঙ্গালা টিকীট দেওয়া ছিল, তাহা সেবনে কোন উপকার হয় নাই। অতএব এপ্রদেশে নীচ জাতীর কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য ঔষধ প্রদানে কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ঔষধ আনয়ন করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব।

শ্রীঅপুর্ব্বকৃষ্ণ সেন কবিরাজ
মোং জয়নগর, মজীলপুর।

ইতিপুর্ব্বে শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারায় যে কয়েকটী ঔষধী আনয়ন হইয়াছিল তাহার কোনটীই বিফল হয় নাই, যাহাকে২ সেবন করান হইয়াছিল তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচাঁদ বিশ্বাস।
মোং ধাউডীড়, জেলা সাহাবাদ।

অপরাধীর যেরূপ সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয়, উপকারীর প্রতি পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দেখিলাম অনেকেই মহাশয়ের ঔষধীর আশ্চর্য্য গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব আমি যে কিছুকাল ব্যবহার করিয়া ইহার অসামান্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য কেনই বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিব, কেনই বা এই অলোক সামান্য প্রাণদায়িনী ঔষধীর গুণ গরিমা বর্ণনে অগ্রসর না হইব। আমার এক প্রিয়বন্ধুর কিছু কাল হইতে শীরপীড়া ছিল। কোন প্রকার চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য হয় নাই। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিম সাগর তৈল ব্যবহার করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম হয় নাই, অবশেষে অনঃন্যোপায় হইয়া মহাশয়ের সন্যাসী দত্ব ঔষধ ব্যবহার করাতে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।
মোং রায়না ক্লবের সম্পাদক।

আপনার অমৃত রস নামক ঔষধ সেবনে অনেক ব্যক্তি অতিশয় উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া উক্ত ঔষধীর উপর আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

শ্রীকালীধন চক্রবর্ত্তী
মোং কলিকাতা ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

আপনার অনুমতিতে শ্রীমতী মামাঠাকুরাণীকে স্নান ও আহারাদী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় এক্ষণে নিদ্রাভাব দূর হইয়াছে। আপনার ঔষধী সেবন বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি
মোং ঢাকা।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

আপনার অমৃত রস এ প্রদেশে অত্যাদরে গৃহীত হইতেছে। এক্ষণে বহুতর বিক্রয় হইবে। যিনি২ সেবন করিয়াছেন, তাঁহাদের রোগের শান্তি হইয়াছে।

শ্রীমধু সুদন শর্ম্মা।
মোং জিয়াগঞ্জ, জেলা, মুরশিদাবাদ।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। অত্র কাথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস।
মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺কাশীধাম।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধীর গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঞ্চিত গ্রহনী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
ডেপূটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁসড়িহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

আপনার জগত বিখ্যাত মহৌষধী আমারা একটী রোগীর জন্য একবার আনাইয়া ছিলাম তাহাতে তাহার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।
নেটিভ ডাক্তার—দিনাজপুর।

অত্যাশ্চর্য্য ওলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্য রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে,এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ কুর কুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুকল হোসেন, দেওয়ান।
মোং তালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
য়নারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

কেদার ঘাটি নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ওলাউঠা হয়, রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। পরে মহাশয়ের এক বটিকা সেবন করাম হয় কিঞ্চিৎ পরেই ভেদ, বমি, স্থগিত হয়, এবং ১০ টার সময় দ্বিতীয় বটিকা দেওয়া হ, সেই সময় হইতেই সকল উপদ্রব নিবারণ হয়, ১২ টার সময় প্রস্রাব হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়
সাং গোকর্ণেশ্বর, কাশীধাম

আমি আপনার ওলাউঠার বটিকা বামাকালীকে ১১টা রাত্রির সময় সেবন করাই অত্যন্ত আহ্লাদ পুর্ব্বক মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে একটা বটিকা সেবন করাইয়া সকল উপদ্রব শান্তি হয়, প্রাতঃকালে উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
মোং মিসরপুখরা কাশিধাম।

আমার এরূপ ভয়ঙ্কর ওলাউঠা হইয়াছিল যে এক বার ভেদ হওয়াতেই মুচ্ছা যাই, মহাশয়ের বটিকা আমার নিকট থাকায় তৎক্ষণাৎ সেবন করিয়া, আমি অতি অল্প কালের মধ্যেই আরোগ্য হই, পরে অন্যান্য ৫ জন কঠিন রোগীকেও এই ঔষধিতে আরোগ্য করিয়াছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
সাং মদনপুরা, কাশীধাম।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered.

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town.

It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

The few cholera pills that you kindly gave me when I went to Gya in the cholera season, have wonderfully saved the lives of 13 persons from that fatal disease.

Ram Chunder Pundit
Sanscrit College, Baneres.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

I have much pleasure to say that I have been able to cure 80 cholera cases out of 86, by Babu Hem Chunder Banerjea's cholera pills in 1875. I have been examined by the Civil Surgeon of Baneres on this subject, who has retained the papers, in which the result of my treatment is recorded.

Signed Gopee Nath Sorkul
Benares

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, তাতিবন্দ	১০
" " হরানন্দ রায়, রামনগর	১০
" " ব্রজনাথ সোম, ডেমরা	৫৷৷০
" " তিনকড়ী রায়, ঢাকা	১০
" " নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিপাড়া	১০
" " নশিরাম দত্ত, বল্লভপুর	১০
" " ভৈরবদান আসোয়াল,কামারগাঁ আসাম	১০
" " হরলাল পরামাণিক, শান্তিপুর	৫৷৷
" " কেদারনাথ মজুমদার, বেনারস	১০
" " গোপালগোবিন্দ সেন, বিজনী	১০
" " উমেশচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা	৫৷৷০
" " জগৎবল্লভব শর্ম্মা, আসাম	১০
" " মনোহর দাস, তেজপুর	১০
" " প্রাণনাথ ঘোষ, এলাহাবাদ	১০
" " গগনচন্দ্র দাস, কাই অকসৈ বারমা	৫৷৷০
" " রজনীকান্ত দাস গুপ্ত, চরসা কমিল্লা	১০
" " হরিহর মুখোপাধ্যায়, সিলড়া, সুপোল	১০
" " অতুলচন্দ্র দেব, হরিশপুর	১০
" " চন্দ্রকান্ত ঘোষ, হুগলী	১০
" " কালিপ্রসন্ন সেন, যশোর	১০
রাণী শরৎসুন্দরী দেবী, পুটিয়া	৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, আলিপুর	১০
" " গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁ	১০
" " বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামনগর	১০

অমৃতবাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ২৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

ফুলার সাহেবের মোকদ্দমা ও এদেশীয় ইংরাজগণ।

ফুলার সাহেবের মোকর্দ্দমা লইয়া ইংরাজেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বোম্বাইগেজেট সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে এদেশস্থ ইংরাজেরা একটী সম্বাদ শুনিয়া সম্ভবতঃ ভারি সন্তুষ্ট হইবেন। টানাতে এক ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হয়। এই উন্মত্ত অবস্থায় গমন করিতে সে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়। পতিত হওয়া মাত্র তাহার মৃত্যু হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়রা ইহার মৃতদেহ অস্ত্র দ্বারা চ্ছেদন করিয়া পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। তাহার শরীর পরীক্ষিত হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে প্লীহা ভেদ হইয়রা তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্তিকায় পতিত হইয়া তাহার শরীরে আঘাত লাগে এবং সেই আঘাতে তাহার প্লীহা ফাটিয়া যায়। বোম্বাই গেজেটের সম্পাদক এই সম্বাদটী লিখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদি কোন ইউরোপীয় এই ব্যক্তিকে আঘাত করিত আর তাহার প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু হইত তাহা হইলে এ দেশীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদকেরা চীৎকার করিয়া উঠিতেন যে আবার ইংরাজেরা আর এক জন এদেশীয়কে হত্যা করিয়াছেন। ফুলার সাহেব তাহার এক জন ভৃত্যকে আঘাত করেন। সেই আঘাতের অব্যবহিত পরে তাহার মৃত্যু হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই নিমিত্ত ফুলারকে ৩০ টাকা জরিমানা করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন ফুলার সাহেবকে জরিমানা করিয়াছেন তখন তিনি এক রূপ স্বীকার করিয়াছেন যে সহিসের মৃত্যুর সঙ্গে ফুলার সাহেবের সংস্রব আছে। কোন রূপ সংস্রব না থাকিলে তাহার দণ্ড হইবে কেন? তবে হইতে পারে যে ফুলার সাহেব জানিতেন না যে তিনি যেরূপ প্রহার করিয়াছিলেন সে রূপ প্রহারে সহিসের মৃত্যু হইবে কিনা। অথবা তিনি যেরূপ প্রহার করিয়াছিলেন এক জন সবল সুস্থকায় লোক সে রূপ প্রহার অনায়াসে সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ সহিসের মৃত্যু কতক অকস্মাৎ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফুলারকে ৩০ টাকা জরিমানা করেন। লর্ড লিটনের অপরাধ যে তিনি এই রূপ দণ্ডে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় এদেশীয় লোক যেরূপ দুর্ব্বল এবং ইহাদের শরীরে যেরূপ উৎকট ব্যাধি সমুদয় থাকে তাহাতে অল্প প্রহারে তাহাদের মৃত্যু হইবার সম্ভব। এই রূপ অল্প প্রহারে বিস্তর এদেশীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজদিগের নিকট যাহা অল্প প্রহার এদেশীয়দিগের পক্ষে সে সাংঘাতিক। এক জন ইংরাজ যে প্রহার অনায়াসে সহ্য করিবেন এদেশের ক্ষীণজীবি লোকের সেই প্রহারে মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং প্রহার ওজন করিয়া শাস্তি দেওয়া যায় না। প্রহার হইতে যে ফল উৎপত্তি হয় সেই ফলের উপর শাস্তি নির্ভর করে। যদি ইংরাজদিগের অপেক্ষা কোন বলবান জাতি থাকিত এবং এখন আমাদিগকে ইহারা যেরূপ অল্পাঘাত করিলে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের সেই রূপ সামান্য প্রহারে যদি ইংরাজদিগের মৃত্যু হইত তাহা হইলে এরূপ হত্যাকারীকে কি ইংরাজেরা ক্ষমা করিতেন? এদেশীয় ইংরাজেরা ফুলারের মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন তাহাতে কোন কার্য্যের ফলের উপর কোন রূপ শাস্তি নির্ভর করিতে পারে না। তাহা হইলে দণ্ডবিধি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং এখন যেখানে লেখা আছে যে যদি কেহ কাহাকে এরূপ আঘাত করে যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, সে স্থানে লিখিতে হয় যে এক মন লৌহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ করিলে অর্থাৎ এই রূপ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর নিক্ষেপ করিলে যেরূপ আঘাত লাগে যদি কেহ কাহার উপর এই রূপ আঘাত করে তাহা হইলে তাহার এই দণ্ড হইবে। কিন্তু দণ্ডবিধিতে এই রূপ নিয়ম প্রকটন হওয়া অসম্ভব এবং এরূপ নিয়ম অসভ্য দেশেও প্রচলিত নাই। কিন্তু এদেশের ইংরাজেরা ফুলার সাহেবের মোকর্দ্দমায় এই রূপ নিয়ম প্রকটন করিতে বলিতেছেন। যাহার বল আছে তাহারই জয়। যাহার ক্ষমতা আছে তিনি ধর্ম্মনীতি রাজ নীতি সামাজিক নীতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া না চলিলেও পারেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে শত শত নির্দ্দোষী ব্যক্তি দিগকে নিরপরাধে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বায়মান করেন তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কাহার নিকট অপরাধী হইলেন না। কিন্তু সেই উন্মত্ততার সময় যাহারা কোন রূপ উপদ্রব করিয়াছিল তাহাদের অপরাধের এখনও শাস্তি হয় নাই। চীনদেশে মারগারি সাহেব হত হইলেন এবং ইহা লইয়া ইংরাজেরা কত গোলযোগই করিতেছেন এবং চিন সম্রাট ইহার নিমিত্ত কত লোককেই প্রাণ দণ্ড করিলেন। কিন্তু সালোনিকায় সম্প্রতি যে হত্যা কাণ্ড হইয়াছে তাহার নিমিত্ত ইংলিশ, ফারাশিশ, রুশ, আমেরিকান ইহার কোন গবর্ণমেণ্টই কোন কথা কহিতেছেন না। যোধপুরের রাজা একটু আবদার করেন। এই অপরাধে লর্ড মেও তাহাকে অপমান করিয়া দরবার হইতে বিতাড়িত করিলেন। আবার গত বৎসর ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের রাজদূত শূন্যপদে ব্রহ্ম রাজার দরবারে উপস্থিত হইলেন। সুতরাং পৃথিবীতে যত দিন এই রূপ বিচার থাকিবে এবং যত দিন ইংরাজেরা এদেশে প্রভুত্ব করিবেন এবং আমরা শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের নিমিত্ত তাহাদের অধীনস্থ থাকিব তত দিন ইংরাজেরা এই রূপ প্রলাপ বাক্য বলিতে পারিবেন, কিন্তু বলের জয় চিরস্থায়ী হয় না। ধর্ম্মের জয় চিরকাল। ইংরাজেরা মুখেই যাহা বলুন, রুশিয়দিগের আক্রমণে শঙ্কিত হইয়াছেন এবং যদি ইংরাজেরা এদেশ অধিকার করা অবধি এদেশীয়দিগের প্রতি স্নেহ মমতা দেখাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের এখন প্রতি পত্র বিচলনে নিদ্রা ভঙ্গ হইত না, প্রতি ছায়া দর্শনে শত্রু বিবেচনা করিয়া অস্ত্র ধারণ করিতে হইত না। ইংরাজেরা এদেশের প্রতি অত্যাচার করিয়া লাভ করিয়া থাকেন কি ক্ষতি করিয়াছেন তাহা স্থির হইয়া যদি একবার চিন্তা করেন তাহা হইলে তাহারা লর্ড লিটনকে শত্রু বিবেচনা করিবেন না, প্রত্যুত মিত্র বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিবেন। ইংরাজেরা যত বলবান হউন যদি এদেশের প্রতি তাহারা সদ্বিচার না দেখান তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। ইংরাজ অপেক্ষা মুসলমানেরা এদেশ অধিক সাক্ষাৎ ভাবে অধিকার করেন। ইংরাজদিগকে আমরা পর বিবেচনা করি। মুসলমান দিগকে আমরা আপনার বলিয়া জানিতাম। আমরা দিল্লীশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া ভক্তি করিতাম। কেবল অত্যাচার করিয়া এই মুসলমানেরা এদেশ চ্যুত হইলেন। অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজ এখানে আসিয়া যে ক্রমে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অধিকার করিলেন সে কেবল তাহাদের সদ্বিচারের উপর এদেশীয়দিগের আস্থা আছে বলিয়া। শুদ্ধ আমরা ইংরাজদিগের এই গুণে আপনাদিগের দেশের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম সমুদয় ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছি। অদ্বিতীয় নেপলিয়ন বোনাপার্ট এই নিমিত্ত আপনাকে ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন। লর্ড লিটন ফুলার সাহেবের বিচারে সেই গুণের পরীক্ষা দিয়াছেন। এই গুণে ইংরাজেরা দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন। এই গুণে তাহারা কোটি কোটি লোকের উপর আধিপত্য করিতেছেন এবং ইংরাজেরা যে দিন এই গুণ হইতে বঞ্চিত হইবেন সেই দিন তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাদের রাজ্য পদ, সম্পদ সমুদয় যাইবে।

কর সংক্রান্ত মিনিট।

সার রিচার্ড টেম্পেল তাহার প্রস্তাবিত কর সম্বন্ধীয় মিনিটের দোষ গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত সাধারণের মত সংগ্রহ করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান লীগ ইহার নিমিত্ত বাঙ্গলার সমুদয় জেলার প্রধান ২ ব্যক্তিগণের নিকট নিম্ন লিখিত পত্র ও প্রশ্ন গুলি প্রেরণ করিয়াছেন:—

"মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন যে শ্রীযুক্ত লেং গবর্ণর বাহাদুর করসংক্রান্ত একটী মিনিট লিখিয়া সাধারণের মত চাহিয়াছেন। ইহা যে একটী গুরুতর বিষয় তাহা বলা বাহুল্য। ইণ্ডিয়ান লীগ এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে শীঘ্রই এক খানি আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন। অতএব ভূমি সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একটু পরিশ্রম করিয়া উক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

নিং শ্রীকালীমোহন দাস।
ইণ্ডিয়ান লীগের সেক্রেটারী।

প্রশ্ন।

(১) বিঘার পরিমাণ কি? অর্থাৎ আপনাদের অঞ্চলে কত ইঞ্চির কত হাতে বিঘা হয়?

(২) রাইয়তেরা প্রতি বিঘায় গড়ে কত খাজনা দেয়?

(৩) মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ জোতদার, গাঁতিদার প্রভৃতির গড়ে কত নিরিক?

(৪) প্রতি বিঘায় মোট কত টাকার জিনিষ উপন্ন হয়?

ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ফসল ও ভূমিতে যাহা২ উৎপন্ন হয় তৎসমুদয়ের মূল্য ধরিতে হইবে। যথা—ধান্য, পল, বিছালি,—নাড়া,—তামাক, গুড়, শর্ষা, কলাই ইত্যাদি।

(৫) আপনাদের অঞ্চলে কয় প্রকার জমা প্রচলিত? অর্থাৎ উপরে জমিদার ও নীচে কৃষক ইহাদের মধ্যে কত প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব আছে? তাহার কি২ নাম? সেই গুলি একটু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিবেন।

(৬) জমিদারেরা কি সাক্ষাৎভাবে কৃষকদের নিকট না মধ্যবর্ত্তীদের মারফত খাজানা আদায় করেন।"

শারদীয় পূজা আগত প্রায়। এ সময় বাঙ্গালাবাসীরা ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন। দুর্গোৎসব পূজার ন্যায় উৎসব বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই এবং ইহার নিমিত্ত এদেশবাসীরা যেরূপ উন্মত্ত হন কোন উৎসবে বোধ হয় আর কোন স্থানে কোন জাতি এরূপ উন্মত্ত হন না। সুতরাং এ সময় এ রূপ প্রশ্ন প্রকাশিত করা ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষে বোধ হয় ভাল হয় নাই। লোকের এখন যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে এরূপ বিষয়ের উপর এখন কেহ মনোনিবেশ করিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি। কিন্তু তথাচ এটি অতিশয় গুরুতর বিষয়। যাঁহারা দুর্গোৎসবের আমোদ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন তাহাদের একবার মনে চিন্তা করা উচিত যে যে বিষয় সম্বন্ধে এই প্রশ্ন গুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যত আমোদ আহ্লাদ সমুদয় নির্ভর করে। যে দেশে যত ধন সে দেশে তত উল্লাস, আমাদের ধনের মুল স্থাবর সম্পত্তি। রাজ প্রসাদে এদেশে অতি অল্প সংখ্যক লোক প্রতিপালিত হন এবং এই প্রসাদের পরিমাণও ক্রমে হ্রাস হইতেছে। বাঙ্গালি বাণিজ্য ব্যবসায় বুঝেন না। এখানে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করে এবং ভদ্র লোকের অধিকাংশ স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করেন। টেম্পেল সাহেব এই স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে আইন সংশোধন করিতেছেন এবং এই প্রশ্ন গুলি এই স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে। সুতরাং ইহা উপেক্ষা করার বিষয় নহে, প্রত্যুত যদি আমাদের চৈতন্য থাকে তবে আমরা এই সময় আমাদের দুর্দ্দশা যেরূপ সুন্দর রূপে অবলোকন করিতে পারি আর কোন সময় আর সেরূপ

দেখিতে পারি না। এই সময় আমাদের স্মরণ হয় যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে কি আমোদ আহ্লাদ ছিল এবং এখন তাহার কত অন্তর হইয়াছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এ সময় কত অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং আমরা এখন কত অর্থ ব্যয় করি। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা স্মরণ হইলে শত করা ৯০ জনের অন্ততঃ আপনাদের বিষয় সম্পত্তির উপর দৃষ্টি পতিত হইবে। অনেকেই মনে মনে গণনা করিবেন যে যে সম্পত্তি দ্বারা পূর্ব্বে পিতা পিতামহ নানা উৎসব ও আমোদ করিয়াছেন সেই সম্পত্তি এখন তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বৎসর২ এই সম্পত্তির নিমিত্ত কত টাকা মোকর্দ্দমায় ব্যয় করিতে হইয়াছে, কত আত্ম বিচ্ছেদ হইয়াছে, কত অন্যায় অপব্যয় করিতে হইয়াছে। এ সমুদয় কথা এই সময় স্মরণ হয় এবং যখন এই সকল কথা স্মরণ হয় তখন যাহাতে ইহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে স্বভাবতঃ লোকের এই রূপ ইচ্ছা হইতে পারে। সার রিচার্ড টেম্পোল অন্ততঃ বলিতেছেন যে আমাদের এই আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করিতেছেন এবং যাহার কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, যিনি দেশের কিছু মঙ্গল আকাঙ্খা করেন তাহার একবার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে সার রিচার্ড টেম্পোল যেরূপ আইনের প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে মধ্যবর্ত্তী প্রজা উচ্ছিন্ন যাইবে, প্রজার ক্ষতি হইবে এবং জমিদারের লভ্য হইবে। গবর্ণমেন্ট প্রবলের দাস। যে দেশে প্রজার আধিপত্য আছে সে দেশে গবর্ণমেন্ট প্রজাকে শাসন করেন না, প্রজা গবর্ণমেন্টকে শাসন করেন। এদেশে জমিদার শ্রেণী প্রবল। গবর্ণমেন্ট স্বভাবতঃ জমিদারের বাধ্য হইতে পারেন। সার রিচার্ড টেম্পোলের ইচ্ছা যে তিনি সাধারণের মঙ্গল হয় এই রূপে এই আইনটী প্রকটন করেন। জমিদারেরা তাহার উপর যেরূপ আধিপত্য দেখাইতেছেন অপরশ্রেণীস্থ প্রজারা তাহার উপর সেই রূপ আধিপত্য না দেখাইলে তিনি নিরপেক্ষ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আইন প্রকটন করিতে পারিবেন না এবং ইহা করিতে গেলে জমিদারেরা তাহাকে যেরূপ শাসন করার যত্ন করিতেছেন, অপর প্রজা শ্রেণীর সেই রূপ শাসন করার যত্ন করা উচিত। এদেশের প্রজারা অজ্ঞ, মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোক তাহাদের ভরসার স্থান সুতরাং মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর প্রজার উপর দুই শ্রেণীর ভার অর্পিত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের স্কন্ধে গুরুতর ভার। তাহাদের নিজের ও নিম্নস্থ প্রজাদিগের ভার কুলাইতে হইবে। নিম্নস্থ প্রজাকে গবর্ণমেন্ট কোন কালে নিরাশ্রয়ে নিক্ষেপ করেন নাই। টেম্পোল সাহেব যে আইনই করুন গবর্ণমেন্ট কোন কালে প্রজার স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট মধ্যবর্ত্তী প্রজা সম্বন্ধে যেরূপ উদাসীনতা দেখাইয়াছেন এবং সার রিচার্ড টেম্পোল এবার ইহাদের প্রতি যেরূপ অমনোযোগ দেখাইতেছেন তাহাতে তাহাদের অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার কোন কোন জেলায় এখন মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী প্রজা নাই। কিন্তু এদেশে জমিদার শ্রেণী দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইতেছেন তাহাতে অচরাৎ এদেশে সর্ব্বত্র মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী প্রজার বৃদ্ধি হইবে সুতরাং এখন অবধি তাহার কোন রূপ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। তবে এখনও বাঙ্গলার প্রধান প্রধান অনেক গুলি জেলায় মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী প্রজা আছে এবং তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহাদের স্বার্থও নিতান্ত কম গুরুতর নহে। আমরা এই নিমিত্ত আবার সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে যেন এই গুরুতর বিষয়ে কেহ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করেন। ইহার উপর আমাদের বাঙ্গলার সুখ সম্পত্তি সমুদয় নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টরের চেম্বর অব কমার্সে তর্ক উঠে যে তাহারা এদেশীয় স্বাধীন রাজাদিগকে টাকা ঋণ দিতে পারেন কি না? এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহারা গবর্ণমেন্টের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন। ম্যানচেষ্টারে এরূপ তর্ক উঠার কারণ কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কারণ ইহাই হইবার সম্ভব। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ধনীরা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এখন ব্যবসায়ে পূর্ব্বের ন্যায় লভ্য নাই। আবার ইংলণ্ডে ক্রমে বিস্তর ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। ধনীরা নির্ব্বিঘ্ন লভ্য করিবার কোন রূপ সুযোগ পাইলে আর গোলযোগের মধ্য যাইতে চাহেন না। তাহাদের এই নিমিত্ত সুদে টাকা খাটাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকিবে। আবার ধন সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যানচেষ্টরবাসীদের সুখভোগেচ্ছাও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাদের এখন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। তাহারা এই নিমিত্ত টাকা ঋণ দিয়া মহাজনী করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। এদেশের স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় তাহারা আর অধমর্ণ কোথাও পাইবেন না, বোধ হয় তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস। তাহারা এই নিমিত্ত ইহার সদুপায় করিবার যত্ন করিতেছেন। ইংলণ্ড যদি অল্প সুদে এদেশে মহাজনী আরম্ভ করেন তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অপকার হইবে না। যদি স্বাধীন রাজারা ম্যাঞ্চেষ্টরের ঋাতক হন, তাহা হইলে রাজাদিগের উন্নতির নিমিত্ত ইংলণ্ডবাসীদের যত্ন হইবে। তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টরে স্বাধীন রাজারা সম্ভবতঃ অনেক আত্মীয় স্বজন পাইবেন। ম্যাঞ্চেষ্টর বাসীদিগের ইংলণ্ডে অতিশয় ক্ষমতা সুতরাং ইহা দ্বারা রাজাদিগের মঙ্গল হইতে পারে। আবার এ দেশে অর্থ অতিশয় দুর্লভ। এত দুর্লভ যে সচরাচর লোকের শতকরা বৎসর ২৪।২৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। লোকে বিপদাপন্ন হইলে অনেক সময় মহাজনেরা ইহার দ্বিগুণ সুদও গ্রহণ করেন। যদি ইংলণ্ডের মহাজনেরা এখানে টাকার কারবার করিতে আইসেন এবং তাহারা অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেন তাহা হইলে অনেক বিপদাপন্ন লোক অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে, অথচ ইংরাজেরা এখন ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা যে উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন। এখন এদেশে অনেকের বাণিজ্য ব্যবসায় করার ইচ্ছা হইতেছে। ইহারা অর্থাভাবে আপনাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। অর্থের স্বচ্ছলতা হইলে এবং অল্প সুদে ঋণ করিতে পারিলে ইহারা সম্ভবতঃ এই আশা তৃপ্তি করিতে পারেন। ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লভ্য করিতে না পারেন কিন্তু আমরা ইহাতে প্রবর্ত্ত হইলে লভ্য না হউক যদি কেহ বিশ্বাস ঘাতকতা না করে তাহা হইলে আমাদের মূল ধনের ব্যাঘাত কখনই হয় না। ইংরাজেরা অপরিমিত ব্যয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হন। এবং এদেশীয়রা বিখ্যাত মিত ব্যয়ী। তবে ইহাতে একটি বিপদ সম্ভব। এদেশে ইংরাজ সমাজ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। জমিদারি এবং অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রমে ইংরাজদিগের হস্তে গমন করিতে পারে। এখন যেখানে জমিদারে প্রভুত্ব করিতেছেন সেখানে ইংরাজেরা আধিপত্য করিতে পারেন।

এই রূপ রাষ্ট্র যে সার সালার জং যে উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করেন তাহা সুসিদ্ধ হইবার তিনি সুবিধা করিয়া আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ বেরার আবার নিজামের রাজ্য ভুক্ত হইবে। এ দেশীয় ইংরাজেরা এই সম্বাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে সার সালার জং ইংলণ্ডে গমন করিয়া অর্থ বৃষ্টি করেন এবং তাহার অর্থ দ্বারা বাধ্য হইয়া লোকে বেরার সম্বন্ধে তাহার পোষকতা করিয়াছেন। সার সালার জং ইংলণ্ডে গমন করিয়া আমাদের আর কোন উপকার করুন আর না করুন ইংরাজেরা এবার আপন মুখে স্বীকার করিলেন যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বোধ হয় আপন মুখে এই কথা স্বীকার করিয়া এখন আমাদিগকে গালাগালি দিতে লজ্জা বোধ করিবেন। তাঁহারা যে উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারেন তাহা তাহারা আপনারা স্বীকার না করিলেও আমরা জানিতাম। যদি তাহারা উচ্চ বেতন না পাইতেন তাহা হইলে ইংরাজদিগের মধ্যে নির্দোষী লোক শত করা দশ জন পাওয়া যাইত কি না তাহাও বলা যায় না। শুদ্ধ উৎকোচ গ্রহণ কেন তাহারা ইহা অপেক্ষা উৎকট অপরাধ করিতে পারেন। কিন্তু যত দিন তাহারা এ দেশে বিদ্যা বুদ্ধি শারীরিক শক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রভুত্ব করিবেন তত দিন তাহারা সকল পাপই জীর্ণ করিতে পারিবেন। কার্কউড সাহেব যে অত্যাচার করিলেন তাহা যদি এ দেশীয় কোন ব্যক্তি করিত তাহা হইলে তিনি কেবল পদচ্যুত হইতেন না তাহার ইহাতে সর্ব্বনাশ হইত। কিন্তু টেম্পোল সাহেবের বিবেচনায় কার্কউড যাহা করিয়াছেন তাহা তিনি রাগ দ্বেষ বশতঃ করেন নাই। ইহাতে তাহার বুদ্ধির ভ্রম মাত্র হইয়াছে। সে যাহা হউক সালার জং যদি বেরার পুন প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাহার তুল্য ব্যক্তি যে এদেশে আর নাই সকলেরই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে গবর্ণমেন্ট যে তাহাকে একটি দেশ অমনি পরিত্যাগ করিবেন তাহা আমাদের বিবেচনা হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের দীর্ঘ কালের ইচ্ছা ভারতবর্ষে দিল্লীশ্বরের পদ প্রাপ্ত হওয়া। দিল্লীর আগামী দরবারে এই নিমিত্ত যাহাতে এদেশীয় সমুদয় স্বাধীন রাজা গমন করেন তাহারা এই রূপ যত্ন করিবেন। নিজাম এপর্য্যন্ত কোন দরবারে গমন করেন নাই। যুবরাজ আগমন করিলে ইহা লইয়া যত রূপ গোলযোগ হয় তাহা বোধ হয় সকলই অবগত আছেন। তাহারা এইবার নিজামকে দিল্লীতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিবেন। যদি গবর্ণমেন্ট বেরার নিজামকে পুনঃ প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতায় অতিশয় আবদ্ধ থাকিবেন সুতরাং পদগৌরব লাঘব করিয়াও তিনি দিল্লী গমন করিবেন।

মেজরিটি য়্যাক্ট সম্বন্ধীয় এক খানি আবেদন গত বার অমৃত বাজারের সঙ্গে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। এই আবেদন খানি অতিশয় গুরুতর। জমিদার মাত্রেরই ইহাতে স্বার্থ আছে। এমন এক দিন ছিল, যখন লোকে ইচ্ছা করিয়া গবর্ণমেন্টের হস্তে সম্পত্তি অর্পণ করিত, কিন্তু সে দিনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন সম্পত্তি গবর্ণমেন্ট হস্তে গ্রহণ করিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় ইহার প্রতি নিঃস্বার্থ যত্ন প্রদর্শন করেন না। অনেক স্থানে কোট অব ওয়ার্ডের দ্বারা অনেক সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। চট্টগ্রামে কার্কউড সাহেব এক জন ওয়ার্ডের উপর যেরূপ অবিচার করেন এবং তাহার পরিণাম যেরূপ শোচনীয় হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। কলিকাতাস্থ নাবালকগণের উপর যেরূপ কঠোর শাসন হয় তাহাও অনেকে অবগত আছেন। আবার এখন গবর্ণমেন্ট যেরূপ যত্ন পূর্ব্বক নাবলকদিগের ধন অপব্যয় করিতেছেন তাহাও সকলে অবগত আছেন। জমিদারদিগের নানা শত্রু এখন আবার কোট অব ওয়ার্ড আর এক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গত বৎসর বাঙ্গলার শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্টে টেম্পল সাহেব যদিও লিখিয়াছেন যে কোট অব ওয়ার্ডের দ্বারা এ দেশের বিশেষ উপকার হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। অতএব এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করা অতি কর্ত্তব্য।

Advertisement.

CALCUTTA MUNICIPALITY.

On Friday 1st September 1876 business connected with the election of Municipal Commissioners will only be transacted at the Municipal Office.

Robert Turnbull,
Secretary to the Corporation.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, AUGUST 31, 1876.

Mr. Kirkwood has been transferred from Alipore to Jessore.

———ooo———

A respectable correspondent writes us to say :—"Most of our countrymen are unconscious of the fact that slowly we are being ensnared with European commodities and European luxuries. Our native arts and manufactures are being gradually superseded in the market by European, chiefly English, products, and the inference is natural that if we live wholly on the Europeans we can never do without the Europeans. As a reviving nation ours is the duty to improve upon the existing appliances adapted to the requirements of our country and to confine our wants to its available resources, but not to try to initiate and naturalise exstic arts and manufactures which by their very nature cannot grow here. Our principal duty, therefore, now is to encourage Native Industry. The other day I was shocked to hear that there were only two men now in Dacca who could prepare the world-renowned Dacca Muslin and that they even were about to end their mortal career. With them therefore ends a branch of industry which gave India unrivalled celebrity even in the earliest days. Weavers all over the country are without adequate employment and are betaking themselves freely to the plough. What will be our fate should the English withdraw from the country, or are unable in consequence of a general European War to send us Manchester fabrics ?"

——— ooo ———

We said that the enormous amount of the Home charges is the real source of the financial disorder which has alarmed the Government of India. Every attempt should be made to reduce the expenditure in England. We pointed out in a recent issue some of the items of expenditure which are unjustly charged upon the Indian people. We shall today point out two others. What principle guides the Secretary of State to grant pensions is incomprehensible to us. In India the most deserving officers are not paid more than half the amount of their pay, but the Secretary of State has allowed pensions exceeding three-fourths the salaries received. Mr. Melvill as Assistant Secretary was paid £1050 as salary but he draws a pension £1500 per annum. Mr. Goodlife was also favored with a pension of three-fourths of his pay, while Mr. Low receieves as pension the full amount of his pay. This sort of jobbery should certainly be checked. Then there is another item which requires some explanation. England sends out to this country every year for her own benefit a considerable number of English soldiers. These men fatten at our expense. A portion of them as of other classes suffer the dreadful malady of insanity. For this of course we are in no way to blame, and if they have to thank any body for it it is themselves and their habits of drunkenness. But the charges of maintaining these lunatics devolve upon India. These men are sent home at our expense, but instead of being given over to the hands of their friends or relatives, they are made a charge upon the revenue of India. This is justice which can alone be practised upon the helpless and poor people of Hindustan.

———ooo———

Most of our readers are, we presume, not unfamiliar with the name of Mr. Stevens of the postal department. As one of the brightest luminaries of the department, he is ever destined to shine wherever his lot is cast. At present he is serving as Inspector of Post Offices in the Tirhoot division. Now, as ill luck would have it, the Post Office head clerk of Hazipore, named Babu Haran Chander Ghose, happened to pass by a place near which Mr. Stevens was stationed, and forgot to call on and to pay his respects to the Sahib. The Babu was certainly not bound by any law, human or divine, to do him homage, but Mr. Stevens appears to have prepared a seperate postal manual for the benefit of himself andthe district, and wherein it was strictly enjoined that all his subordinate officers should come and salute him at his head quarters. We are not aware whether Babu Haranchander was aware of the existence of this order, but it is certain that whether consciously or out of ignorance the Head Clerk was guilty of the violation of this order. After this Mr. Stevens was perfectly justified in punishing Hranchander, but though he could mulct him in the sum of a few rupees, he was too high-minded to do it as he himself was concerned in the matter. So a pretty good idea suggested itself to him. Why not send him up to the Magistrate for disposal ? But to carry out this idea, one thing was necessary. Though Haranchander was guilty of the violation of the ruling of the Stevens' Manual, he was not liable to be criminally prosecuted. This was a great disappointment to the Inspector, but happily an opportunity offered itself. Babu Haranchander was transferred from Hazipore to Motiharee, and he passed through the line or road not recognized in any of the route books. On his arrival at Motiharee he asked the Postmaster, his immediate superior, to pay him his pay for the period which occupied him in travelling, and furnished him with a memo shewing the distance between two stations or the actual road he passed on. The Postmaster refused to pass the memo on the ground that as the route therein mentioned was not a recoginzed one, according to the postal route book, a revised memo giving the recognized route *via.* Muzzuffapore should be submitted. Accordingly a revised memo was prepared and given to the Postmaster who made out a bill for 5 days' pay, that is, during which time he was *en route* from Hazipore to Motiharee. The bill together with the memo was sent to the Inspector of Post offices for countersignature, and Mr. Stevens determined to make a capital out of it. He immediately wrote to the Sub-Inspector of Police to prosecute Haranchander criminally. He charged him with attempting to cheat Government as he charged travelling allowance *via* Muzzaffapore, whereas he went by the shorter cut *via* Lalgunge. He instructed the Sub-Inspector to at once seize the culprit by a warrant, and would himself come up with witnesses to prove his guilt. A warrant was accordingly issued and Haranchandra was seized. Well then came the day of trial. Mr. Stevens with all his force was present in the Court and tried his best to have the culprit punished. But the Magistrate who thought otherwise was not at all convinced of the guilt of the prisoner and he dismissed the case with the following remarks :—"There is not the slightest ground for charging the accused with any offence whatever as the false statement as to the line of route by which he came was evidently not made with fraudulent intent. If he had to draw mileage allowance and had charged for the longer route instead of the shorter there would have been good ground for charging him with attempting to cheat ; but as he was only entitled to transit pay and drew less actually than he was entitled to do by the Post Office rules the false statement as to the route travelled does not prove him guilty of any offence whatever punishable by criminal law. I can only dismiss the case and must at the same time record my opinion that it ought never to have been brought into the Court at all." Thus Mr. Stevens has been foiled in his attempt to victimise an innocent man. We hear that Harenchander is still under suspension. Will the Postmaster General enquire into the matter ? We may here remark that Mr. Stevens was once suspended in Bhagulpore in 1875

———ooo———

THE FINALE OF LALCHAND'S CASE :—The Lieutenant Governor has recorded a remarkable Resolution on the notorious Chittagong case. Sir Richard Temple has not thought it fit to publish it to the world, but somehow or other the Resolution has seen the light of day. The public are indebted for this precious document to our brother of the *Hindoo Patriot*, though we must confess, it is more than we can tell, how our contemporary got hold of it. Be that as as it may we thank our contemporary for giving a publicity to it. The Resolution as we said is a remarkable one. It begins with a history of the case. The Lieutenant Governor admits all the facts relating to this affair with which our readers are already familiar. After a careful review of the proceedings His Honor remarks :—

On a careful review of these proceedings and apart from the consideration which was due to Babu Lalchand Chowdry, with reference to his position as a Municipal Commissioner and an Honorary Magistrate, the Lieutenant Governor is constrained to hold that Mr. Kirkwood's proceedings were hastly and ill-judged, and showed great want of proper discretion and reasonable care in the exercise of the extensive powers which have been conferred upon him by law.

Nor does the Lieutenant Governor consider that Mr Kirkwood's explanatory letter of the 5th ultimo tends in any way to place the matter in a more favorable light. It is true that, under the provisions of Section 142 of the Criminal Procedure Code the Magistrate of the district may without any complaint, or prior record of deposition take cognizance of any offence which he suspects to havebeen committed and may issue process to compel the appearance before him of persons who he suspects have committed any such offence. These, however, are excercise of these extraordinary powers, which should at all times be exercised with the greatest discretion and have been obviously framed to enable Magistrates to vindicate justice and to punish offenders, notwithstanding that the persons individually aggrieved are unwilling or unable to prosecute, but in the case under notice there was no necessity whatever for the exercise of these extraordinary powers. A specific complaint had been made, and such being the case, Mr. Kirkwood should have followed the procedure laid down in Section 144 of the Code of Cirminal Procedure before putting the machinary of the law into motion. Had he done so, and had he calmly and dispassionately considered the evidence before taking further proceedings, it is clear that the Babu would have been saved from the trouble and annoyance of appearing as a prisoner at the bar of Criminaal Court. Again, the Lieutenant Governor must hold that there is nothing in Mr. Kirkwood's explanation to extenuate a similar want of judgment and discretion on his part in framing charges against the Babu and calling upon him to plead to them, when there was no sufficient evidence to support those charges.

The Lieutenant-Governor is willing to admit that the occasion was one of some difficulty owing to the excitement which existed at the time among the towns-people and which resulted in several acts of incendiarism. But seeing this, it was all the more necessary for the Magistrate to proceed with caution and to make sure of his ground before taking any action, which, if unsuccessful, could only tend to increase the local excitement, and to weaken or compromise his own authority.

From the information which Mr. Kirkwood had received of Babu Lalchand Chowdry's proceedings after he, Mr. Kirkwood had left the municipal meeting on 24th of April, and of the conduct of the crowd which had collected outside the office, there were apparently good and sufficient reasons for holding a full and careful enquiry into the whole matter, and if this had been done, Mr. Kirkwood would have been in a proper position to decide whether with reference to the evidence before him, sufficient grounds existed for the issue of progress, and for placing any of the members of the crowd, or any other persons, on their trial. As it was, however, no such enquiry appears to have been held and the precipitate action of the Magistrate, in issuing a warrant for the arrest of Babu Lalchand Chowdry on a number of different charges, regarding which no depositions had been recorded and his subsequent proceedings in bringing the Babu to trial on charges which were not supported by any evidence, have resulted, in the opinion of the Lieutenant-Governor, in a grave scandal, and in an apparent failure of justice, so far as relates to the proceedings of the crowd.

The Lieutenant-Governor must also take exception to the proceedings under which Babu Lalchand Chowdry was directed by specific order to guard two municipal privies. The action of Mr. Kirkwood in appointing special constables under the circumstances appears to have been perfectly legitimate and proper, but he should have known if he was not indeed aware of it, that the written order directing the Babu to guard two latrines, was eminently calculated to give needless and great offence to a Hindu gentleman.

Again, although Babu Lalchand Chowdry's proceedings in the Committee, room on the 24th April may have been somewhat indiscreet, it appears to the Lieutenant-Governor that the opposition taken by the Babu to the bye-laws was perfectly justifiable and legitimate and conducted in good faith. The Lieutenant-Governor must say this much without at all affirming the correctness of the Babu's views. If the Babu disliked the bye-laws he had a right, as one of the Municipal Commissioners, to oppose them, and this is irrespective of the question whether the bye-laws were in themselves right or not. On the other hand the Lieutenant Governor has entire confidence in the good faith with which Mr. Kirkwood, however mistaken, was acting, still she Lieutenant-Governor cannot avoid the apprehension that Mr. Kirkwood in his zeal for the adoption of the bye-laws in itself a legitimate object, allowed his temper and feelings of impatience at meeting with opposition, to overcome his good-judgdment, and that thus his preceedings throughout became hasty, indiscreet and improper.

Having repeatedly considered the subject, the Lieutenant Governor is obliged reluctantly to hold that Mr. Kirkwood is amenable to grave censure, and has been found to be so far in the wrong as to render it necessary to remove him from the charge of the Chittagong district. It will be impossible to maintain municipal discipline which has been so much weakened by these proceedings without ordering a change in the administration of the district. Orders will accordingly issue immediately for the removal of Mr. Kirkwood from the office of Magistrate and Collector of Chittagong, and for his appointment to some other office in Bengal.

The adage is, he who tries to please every body pleases nobody. Sir Richard Temple tries to please the public by some strong remarks against Mr. Kirkwood, while Mr. Kirkwood has nothing to complain for a change of place. The Lieutenant Governor admits, though with some reluctance, that Mr. Kirkwood's proceedings were "hasty and ill judged ;" that he showed "great want of proper discretion and reasonable care" in the exercise of the extensive powers with which he has been entrusted ; that he abused his powers by compelling the appearance of Lalchand Babu before him on mere suspicion ; that the issuing of a warrant for the arrest of Lalchand Babu on a number of charges, regarding which no depositions had been recorded and his subsequent proceedings in bringing the Babu to trial on charges which were not supported by any evidence, have resulted in "a grave scandal, and in an apparent failure of justice" ; that the written order directing the Babu to guard two latarines "was eminently calculated to give needless and great offence to a 'Hindoo gentleman' ; the Lieutenant Governor admits all these and holds that "Mr. Kirkwood is amenable to grave censure," but what is the punishment that he awards to the Magistrate ? "Mr. Kirkwood has been found to be so far wrong," says His Honor, "as to render it necessary to remove him from the charge of the Chittagong district." What a grave punishment ! Mr. Kirkwood for his gross misconduct has been simply transfered from a penal district to one of the best districts in Bengal. This reminds us of the story of the milkmen and the Rajah of Krishnuggur. The milkmen gave bad milk and the Rajah punished them with forcing them to take belly-ful of sweet meats. Mr. Kirkwood has been no doubt made a Joint-Magistrate, but he was only an officiating Magistrate, and on the return of the person for whom he officiated he would have necessarily reverted to his substantive post. Now suppose if a native Magistrate had done all what Mr. Kirkwood did, how would he have been dealt with ? What did poor Surendra Nath do in comparison to Mr. Kirkwood ? And see the difference of punishment with which each has been awarded. The Lieutenant Governor says that what Mr. Kirkwood did was done in good faith. We beg to submit, however, that His Honor is not quite correct here. It is manifest from the very nature of the proceedings of the case that Mr. Kirkwood was throughout actuated by private feel-

ings against Lalchand. And just conceive what a dangerous being a Magistrate may become when he has to satisfy private grudges against any individual. Entrusted with unlimited powers he can do anything he likes. Had not Lalchand Babu been a rich and public-spirited man, it is easy to conceive what fate would have awaited him at the hands of the Magistrate. He would have like the poor Futickchery ryots rotten in the jails, and perhaps would have been subjected every morning to the discipline of an Indian prison to the great satisfaction of Mr. Kirkwood. Mr. Kirkwood has by his conduct proved himself to be utterly unfit for holding any executive post, and to satisfy the public Sir Richard Temple ought to have removed him to some irresponsible office in the Secretariat.

———ooo———

A PROVIDENTIAL REACTION.—The eternal art, says the poet, educes good from ill. This truimph of Divine alchemy is abundantly illustrated in the varied experiences of individuals and communities. One of its transcendentally glorious phases, it is our sweet privilege to enjoy at the present moment. The attitude of Englishmen in India towards the children of the soil, has long, too long, been notoriously a calamitous infliction. Their treatment of the Natives of the country, has been characterized throughout, by one continued violation of the obligations of religion, ethics, and even politics. The abusive manifestations of their unwarranted absolutism, have at last assumed such proportions, as to provoke the sympathy of Englishmen in England for victimised India and India's millions. An influential stand is made in England for the *status* and rights of Indians, and if there is any sincerity in genuine English professions, the days of rampant Anglo-Indianism may be proclaimed as numbered.

The aphorism, knowledge is power, cannot but be abjured as heretical by Anglo-Indian despots. They know but too well in their heart of hearts, that their salvation rests on the complete ignorance of Englishmen in England, as regards their doings in India. They could not for one moment dream of caricaturing the genius of England, as is their want, if their disloyalty, to the name and fame of Britain, were accepted as a fact, in England. It is their supreme interest, therefore, to see that England is kept ill-informed of their conduct towards the Natives of India, and of its effect on the Native mind. They cry accordingly, in very enthusiasm, "Peace", "Peace" when there is none, and hope to impress upon Englishmen in England, that there is absolutely no call for their interference in Indian affairs, either for inquiry or for reformation. The Natives of the country, in bitter agony, cry out in their turn, but their cries are either drowned by their vociferous oppressors, or commented away into ebullitions of grievance-monging. Thus had the good people of England been kept uninformed or misinformed of the real state of things in India, and matters had come to a sad plight for the Natives. At this critical juncture, His Royal Highness the Prince of Wales paid a providential visit to these shores, and inspected every scene for himself. It was in an evil hour for Anglo-Indian reporters and commentators that the observing Prince returned to England with the indignant conviction that Englishmen in India had belied their nationality in the treatment of Natives. The conscientious Prince opened the eyes of all England to the gravity of the revelation, and the people were alarmed to find that their brethren in India had been mercilessly compromising England's virtues before the eyes of a foreign nation. Indeed, the noble Prince has, according to the *World*, "steadily set his face against the use of such words as 'niggers' applied to natives, and has let every one about him know that he will not in any way allow Her Majesty's subjects in India to be treated as anything but equals."

The Marquis of Salisbury, we are thankful to observe, took his cue from the "very distinguished body of travellers", and, on distributing the prizes at the Cooper's-hill Royal Indian Engineering College in July last, propounded, with becoming emphasis, the proper attitude of Englishmen in India towards the Natives of the country. Addressing those before him, the noble Marquis said :

"As you know, a very distinguished body of travellers left these shores since I addressed you last, went to India, and have now returned from thence. I have talked with several of them, and have had opportunities of learning the opinion of others. While, generally, their language was that of unalloyed admiration ; while all they saw, as a rule, filled them with greater for the qualities of the race by whom such things could be achieved, they yet carried home a painful impression that there was more coldness between the two races than anything they had learnt at home led them to imagine. That coldness, I feel sure, is full, at least, of injustice in the present and possibly in the distant future it will be full of danger. It is countrary to the wishes of the people of this country. It is contrary to the tendencies of the legislation which they authorise. As you know, under the late Government provision was made for introducing natives of India into the covenanted civil service, and under the present Government the rules for carrying that provision into effect have been issued ; and they will not remain a dead letter. It will be with the utmost circumspection and care, as befits a matter where both public and personal interests are concerned, that those provisions will be carried into operation. But they will receve gradually more and more effect, and over, from time to time, a wide extent. What occurs to me chiefly as a matter of solicitude is that this inevitable increase in the share which our native fellow subjects must in the future take in the administration of their country, should be received not as a hardship, not as something to be kept at a distance, not grudgingly, but cheerfully and gladly by the English services with whom they are to be associated. (Cheers.) And on you, gentlemen, although to your branch of the service it will be no novely, for natives have worked for a long time and continue to work with that branch of the service with the greatest success, but, still, on you and your opinions much will depend ; and I hope that you will be earnestly on your guard against that whole class of opinions or sentiments or prejudices, by whatever name you choose to call them, which tend to keep open a deep gulf between the Englishmen and the native. The Journey to which I have referred, the title which the Queen has recently taken, the general tendency of events, the closenss into which all countries have been brought by the discoveries of science, all these things indicated the approach of a time when a greater companionship between Indians and Europeans must do inevitable, and if the Europeans are wise it will bring with it nothing but benefit to India, and nothing but security to England. (Cheers.) But I entreat you to remember that in this, as in all other matters, your duty as members of a great service in India extends beyond that which merely comes to you in official hours. Perhaps as large a part of your duty will be accomplished in your social relations.

An ungracious attempt, we are aware, has been made in certain quarters, to neutralize the pointedness of Lord Salisbury's admonitions, by holding them forth as having originated in frivolous hearsays. We take it to be but the old dodge of throwing dust into people's eyes, with a view to disable them as far as possible for the perception of unpalatable facts ruinously helped into light. Lord Napier of Magdala, who spoke from personal experience, corroborated every syllable of Lord Salisbury's address, when he said : "Lord Salisbury had justly said that their influence would be very great and that the responsibility upon them was very great also. They would be spread over every part of the land. They would be exceptional people. Every action and every word would be noticed by those about them, and by those who had a very keen appreciation of character. For their success very much would depend upon the manner—upon the way in which they treated the peole of India. He had felt it his duty, ever since he had come to the time to reflect upon his position in India to endeavour that no native should leave him except with the feeling of having parted from a friend. (Applause.) He thought that was a national duty, and he could safely assure them that he had never done a kindness to a native of India which was not repaid a hundredfold when there was an opportunity. (Hear, hear.) If they wished to do their works cheaply, as Lord Salisbury had told them was necessary they could not attain that object without the assistance of the native of India ; and he could say that he had always found the greatest support and assistance from intelligent natives ; but the success of those before him would depend upon their maintaining the self-respect of the natives they employed. Europeans were apt sometimes rather to despise the people of India for apparent inferiorities, which, however, often arose from the tow sets of individuals not thoroughly understanding each other's langrage. It would be their first duty to make themselves acquainted with the language."

Lord Salisbury is not the man to profess a policy and then to allow it to be shelved. As might have been expected, we find it very confidently put forward, that "the order has gone forth from the Secretary of State to the different Indian Presidencies, directing that for the future native covenanted civil servants are to have exactly the same appointments given them as if they were Europeans, and that if their position demands it, they are to have European assistants under them, just the same as if they were themselves Englishmen. In fact, no difference whatever is to be made between them and their European colleagues. The order, which is most peremptory, will no doubt be exceedingly unpopular in India, but it will be have to be carried out into effect. A large majority of the India Council was against it being issued, but the Marquis of Salisbury was determined to carry his point, and has issued a minute or letter to the Viceroy on the subject in which it is stated in so many words, that any European civil servant who declines to serve under a native superior merely because the latter *is* a native, must at once be shelved, and reported to the Home Government as guilty of disobedience of orders." The noble Marquis has thus established for himself an indefeasible claim on the everlasting gratitude of the nation. A whole host of Anglo-Indian croakers will, it may be anticipated, ply, in very desperation, their obnoxious trade, to counteract the noble move of the Secretary of State. But we trust, Othello's occupation will erelong have fairly gone.

———ooo———

A MOVE IN THE RIGHT DIRECTION.—Both the Government and the people are fully alive of the fact that our judicial machinery loudly calls for reform. It may or may not be true that we are a litigous people, exhorbitantly fond of law-suits and interminable appeals, but the truth cannot be gainsayed that litigation is eating up the vitals of our society. Our passion for litigation was subject of taunts to Sir George Campbell, and even Mr. Hobhouse in introducing his Civil Appeals Bill brought this charge against us. We do not of course acknowledge that this passion for litigation is a legacy from our forefathers, on the other hand, we hold that is a foreign production acclimatized here by our rulers and nourished with great care ; but whether one or the other the result is all the same to us. Anything, therefore, which puts a check to this passion of our countrymen must be welcome to those who have the welfare of the country at heart.

The object of Mr. Habhouse's bill is to check this growing passion of the Bengalees for litigation by limiting the number of appeals. The measure is at present meant for Bengal alone where this passion is stronger than in any other parts of the Empire. Here a man will spend fifty rupees in a suit of five rupees and the passion which leads a man to such a folly ought to be discouraged by all means. It ruins both parties and it draws upon the public. It gives an advantage to the rich over the poorer, as the former by prolonging the case wins it when the weaker party is exhausted. Thus rich people in this country rarely lose a case with a poor man. Sir Barnes Peacock clearly demonstrated how these vexatious and ruinous appeals drew upon the public purse. He found that out of 3047 special appeals 1543 were under one hundred rupees and calculated the expense of each such case to the *public alone* at from one hundred to one hundred and twenty ! The object of the Civil Appeals bill is to reform this abnormal state of affairs, but the measures which Government proposes to avert this evil are, as we said long ago, not only inadequate but will positively fail to produce the desired effect. Sir Richard Garth, the Chief Justice, has, we are glad to find, taken a similar view of the bill, and has recorded his objections to it in a masterly manner. He has also drawn out a scheme for judicial reforms which is deserving of the best attention of the Government. Sir Richard says :—

If it is an evil that the Lower Appellate Courts, are with some exceptions no stronger than the Courts of First Instance incapable of effectually correcting their errors, and too often improperly reversing their decrees, is it not obvious that to place more power, in the hands of those Courts, and to give greater finality to their decisions, is a material aggravation of the evil ?

What then is the remedy ?

1*st.*—Either to abolish the Lower Appellate Courts altogether, and to allow appeals to be brought up direct to the High Court,—in which case, of course, the strength of the High Court must be very largely increased ; Or

2*ndly.*—To improve the constitution of the Lower Appellate Courts, so as to make them really worthy of the name, and to give the public confidence in their decisions.

This cast is the proposal of Sir Richard Temple, who has been bold enough, in his Minute of the 5th of August 1875, to grapple with the real mischief, and to propose the true remedy for it.

This certainly seems the only sensible view to take of the matter.

If you mean to continue Appellate Courts in the mofussil, don't let them be a sham ; don't waste the money of the public and of the suitors by providing Courts of Appeal, which either do more harm than good, or which are merely expensive conduit, pipes, through which the suitor is compelled to pass in order to find his way to the High Court.

One Appellate Court, if it is really trustworthy and efficient, ought to suffice for all reasonable men in the large majority of cases ; and it is no boon to a people to provide them with a long succession of appellate tribunals, to the ruin of their fortunes, and the interruption of their proper business.

Sir Richard Temple points out very clearly, and with great justice, the unfair advantage which the present system of appeals gives to the rich and powerful suitor, as against his poorer opponents. To him the expenses of a law suit are a comparative trifle ; to them they are often a means of absolute ruin.

I believe that at the present time the Government of India could confer no greater blessing upon its subjects, so far as the administration of justice is concerned, than to provide for them really efficient Courts of Appeal in the mofussil, upon which they could confidently depend, and to make the decisions of those Courts (except in some rare instances, to which I shall presently refer) absolutely final.

Assuming then that such a Court could and should be established, the next question is how it should be constituted.

On this point I quite agree with Mr. Hobhouse and Mr. Justice Markby, that the third scheme suggested by Sir Richard Temple (p. 8) is incomparably the best, *viz.*, that a sufficient number of district Courts should be established each consisting of two Judges, one to be selected from the civil service, and the other from Native Judges or the Native Bar.

The reasons which those gentlemen give for preferring this third scheme to the two former, appear to me quite unanswerable.

I must confess, however, that speaking for myself, I should like to see the Courts constituted still more strongly. In that respect I much approve of the proposal of Sir John Peter Grant in the year 1857 (called to the attention of Government in the memorial of the British Indian Association), to combine in the Appellate Courts the three elements of a civilian, a barrister, and a native ; and I believe that Courts so composed might be safely entrusted with a large portion of the appellate business which now comes before the High Court.

I see also that Mr. Justice Louis Jackson, in an excellent minute (addressed to the Government of India on the 15th June 1870, p. 6), in which he contends that the District Courts should be more strongly constituted, advises that in the more difficult cases an Associate Barrister Judge should sit with the civilian and Native Judges.

A Court of three Judges is always likely to work better and more independently than a Court of two ; and I think that the combination of the barrister element in this instance would be a great improvement.

This, however, I merely suggest for consideration. If the proposition does not find favour in its entirety, it may be desirable that a barrister should be attached to two or more Appellate Benches, (which was Mr. Jackson's proposition), to sit with one or the other, as occasion, or the particular character of the appeals, might require.

Meanwhile, I should be quite content for the present to see Sir Richard Temple's third scheme tried, provided that sufficiently good Judges could be secured.

But the whole success of the scheme depends, as Mr. Justice Markby has very clearly pointed out in his minute of the 3rd September 1875, upon your being able to obtain sufficiently good men to constitute the Court.

If as many as 11 benches are to be formed, Mr. Markby doubts very much whether 11 Civilian Judges can be found with sufficient experience and legal knowledge to perform

the duties efficiently and to command the confidence of the public. I confess that from what I have been able to ascertain I much fear that he is right: and I perfectly agree with him, that unless a sufficient number of really efficient men can be found in the civil service, the Government should look elsewhere.

It would not be a credit,—on the contrary it would be a serious mischief,--to the civil service, to have members of their body placed in such a responsible position, without the requisite knowlede to fulfil their duties properly,—and sitting on the same bench as a Native Judge, whose superior legal attainments would be constantly throwing his civilian colleague into the shade.

This state of things would be degrading to the Judge; —mischievous to the civil service generally;—and fatal to the success of the new Appellate Courts.

If civilians cannot be found really equal to the situation, it will be far better (at any rate at first) to select some of the Judges from amongst the members of the Bar. The difficulty would probably only be felt in the first selection. It was experienced in England in the year 1848, at the time when the County Courts were established. Even amongst the numbers and talent of the English Bar, it was found not easy all at once to find 50 or 60 suitable men to fill the appointments; but the appointments having been once made, there has never been any difficulty since, although the jurisdiction of the County Courts has been very largely increased, and their duties made far more difficult and onerous; and this, I should hope, would be the case here. Whatever difficulty there may be in finding really good men in the first instance, that difficulty will disappear in the future, provided that the Government are really desirous of improving the judicial service, and will take the propor steps to promote its efficiency.

In this respect everything of course must depend on the Government. If the separation between the executive and judicial service is honestly carried out--not in name only, but in reality; if the salaries of executive and judicial officers are fairly and equally adjusted, so as not to give the executive an undue preference or superiority over the judicial service; and lastly, if proper steps are taken to secure a sound, legal training and education for those members of the civil service who are to be employed in judicial duties, we may then hope to find Civilian Judges properly qualified, either as members of the appellate bench or otherwise, to do credit to themselves and to the service of which they are members.

And what I say with regard to the civilians, I say also with regard to the Native Judges. It is very probible that in the native judicial service a sufficient number of men may not be found who are equal to a seat in the appellate bench. But then it is easy to have recourse to the Native Bar, and I feel, with Mr. Markaby, that it would be highly desirable to select Native Judges either from the judicial service or from the Native Bar, as the Government may see fit.

As regards the question of remuneration, I think that the salaries proposed by Sir Richard Temple for the civilian members of the Court (Rs. 3,000 per month) are sufficiently liberal, and ought to operate as an inducement to good men to join the judicial branch; but I cannot but consider that the salaries proposed for the Native Judges are disproportionately small.

The above scheme is not only thoroughly practical but it abounds in sentiments which are really flattering to the people of this country. A composite bench of judges consisting of well-trained native Sub-judges or pleaders with well-trained European civilians or barristers are most likely to command the respect and confidence of the public. The High Court Judges are selected from the ranks of experienced Civil Judges and trained barristers and pleaders. and the Court enjoys the confidence of the nation. Some such thing must be done to create confidence in the lower appellate Courts if they are to be made final. We think that three judges may very well form this bench, of whom two ought to be natives, one a Sub-Judge and the other a pleader or barrister, and the third a European barrister. We regret that people have not much faith in our Civil Judges. They are but highly trained Magistrates, and highly trained revenue Collectors. They know the Criminal Procedure Code by heart and they can at once tell you how many *badmashes* there are in the District, and the state of the crop, trade and manufacture and so forth. But will that entitle them to be held the highest authorities in civil suits? A good Magistrate and Collector after a great deal of experience becomes a better Magistrate and Collector, and not a good judge. As Sessions Judges they can do very well, but as Civil Judges their opinions cannot be worth much. Not so are the native Sub-Judges. According to recent rulings, moonsiffs must necessarily be trained lawyers, and Sub-Judges are but Moonsiffs with at least ten years' experience. There cannot be in fact two opinions as to the superiority of the Sub-Judges over the ordinary run of Civil Judges. If a European Judge is absolutely necessary to constitute the proposed bench of Judges the people would far prefer a European barrister to a European Civilian Judge. Their decision unless it involves some glaring mistakes in law ought to be final. This will effectually put a stop to that so-called passion for appeals with which the Bengalees are charged. It is not true that passion leads a native of Bengal to carry his suit from one Court to another as long as he is allowed to do so. The decision of the appellate Court does not always satisfy him, and he has no other opinion but to resort to appeals. It is when the High Court pronounces its judgment, the party is at last convinced that his cause was not right after all. It will thus be seen that the fault is not in the suitors but the constitution of our Courts. If the truth must be told this passion of the Bengalees for appeals may be attributed to an incompetent judicial machinery. Remove the cause and the number of appeals will naturally fall. The Chief Justice will do an incalculable service to the country if he can induce Government to adopt his plan. We may return to this subject in a future issue.

———000———

SCRAPS AND COMMENTS

Horace Greeley reads the following lecture on Running into debt:—

"I Dwell on this point, for I would deter other from entering that place of torment. Half the young men in this country, with many old enough to know better would go into business—that is, into debt—to-morrow, if they could. Most poor men are so ingnorant as to envy the merchant or manufacturer, whose life is an incessant struggle with pecuniary difficulties, who is driven to constant "shinning," and who, from month to month, barely evades the insolvency which sooner or later overtakes most in business; so that it has been computed that but one man in twenty of them achieve a pecuniary success. For my own part I would rather be a convict in th State Prison, a slave in a rice swamp, than to pass through life under the harrow of debt. Let no young man misjudge himself unfortunate, or truly poor, so long as he has the full use of his limbs and faculties, and is substantially free from debt. Huger, cold, rags, hard work, contempt, suspicion, unjust reproach, are disagreeable, but debt is infinitely worse than them all. And if it had pleased God to spare either or all of my sons to be the support of my declining years, the lesson which I should most earnestly seek to impress upon them is, "never run in debt." Avoid pecuniary obligations as you would pestilence or famine. If you have but fifty cents and can get no more for a week, buy a peck of corn, parch it and live on it, rather than owe a dollar? Of course, I know that some men must do business that involves a risk, and must give notes or other obligations and I do not consider him in debt who can lay his hands directly on the means of paying, at some little sacrifice, all he owes; I speak of real debt---that which involves risk or sacrifice on one side, obligation and dependence on the other—and I say from all such, let every youth humbly pray God to preserve him ever more.

The state of things in the Mofussil Courts is coming to a pretty pass, indeed. A case similar to that of a Pleader against Mr. Damant of Assam, has lately occurred, it appears, in Commillah too. The Commillah correspondent of the *East* says:—

One of the Fauzdari Mukhtears here instituted a civil action for damages against Mr. Johnstone, the late Assistant Magistrate of the place, for having insulted him in open Court by ordering a peon to turn him out by the neck for reasons which have been held unjustifiable by the Civil Court. The Mukhtear is a gentleman of high respectability. The final result has been a modified decree against the Assistant. This is only one of the too many instances in which Mofussil Mukhtears and Pleaders are ill-treated by their Hazurs, the Hakims.

The *Civil and Military Gazette* says:—The story of the "stolen Minute" appears to have reached London. The following is an extret from an article on the subject in *Vanity Fair*:—

The Calcutta journal (*Englishman*) which has the honor of the first placing the new Viceroy before the public as a man of mettle, is denounced by the officially-kept journal (*Pioneer*) as having stolen the minute. The odious imputation is slightly modified, but set out more at large, by some tuft-hunting correspondent of the same journal, who, writing from Simla, avers that the Calcutta paper "has degraded the Press by accepting the Minute from an official who was not at liberty to give it out." Of course in India it is flat burglary to let the public know what high officials think about public questions—until long after those questions are settled and forgotten. We are glad to learn—quite apart from the incident we have described—that Lord Lytton thinks it high time that the Government of India ceased to turn its back on the Press.

Another dog case has cropped up in the Kaira Collectorate, Bombay. The Anglo-Guzrati Paper *Hitechhu* says:—Jetha Alliarjee a Police constable in the Kaira Police corpse was ordered by the Superintendent of Police Major W. P. La Touche to kill dogs. The man pleaded that as a Rajput, he could not kill dogs. He was charged with disobedience of orders and prosecuted before the 1st class Magistrate Mr. Oomedram Runchordas. This Soloman sentenced the man to 2 months' imprisonment. The High Court noticing the conviction, annulled it and ordered the man to be restored to his place. The order was quite illegal and the constable was not bound to obey it. There is such an obsequiousness shewn by the native Magistrates to their European superiors that they think that their wishes should be fully attended to."

The same Paper publishes the following instances of gross magisterial injustice:—A Karkoon named Kishanlal of Mr. Waite took papers home and he was suspected of giving a copy of a paper to his friend. Upon this he was prosecuted and Mr. Fernandez the first class Magistrate sentenced the Karkoon to 2 months' imprisonment and fine, holding him guilty of breach of trust. In appeal to the Sessions Court, Mr. Tagore holding that the official misconduct can be sufficiently punished by the Department, upset the conviction and acquitted the Karkoon.

There are complaints among the people of Ahmedabad that on frivolous complaints, Mr. Fernandez the City Magistrate, confines the accused for several days. A glaring instance of this was Ramchandra Munsookh, who after 28 days' confinement was acquitted, but he was so much troubled in his old age that he died shortly after his release. A Magistrate should not on frivolous complaints confine people for days together, but take up the case immediately and use his discretion in taking a bail. Another instance is Dulsookhram Deputy Jailor of the Central. We call attention of the District Magistrate and the High Court to this practice. A Police Officer cannot keep a man more than 2 days in confinement, but a Magistrate can keep him for months, waiting for his trial. Is there no remedy for this?

The school boy Vaikoonth was sitting on the Ellis bridge. Mr. Lely came walking and told him to get out of the way. The boy replied that the bridge was very wide and Mr. Lely could turn aside and walk on. There-upon Mr. Lely did so and lodged a complaint. The school boy was found guilty of interrupting the road and fined Rs. 30. The Bridge was wide 30 feet.

The following is from an esteemed contributor of Madras:—

Sir,—I am a land-lord and pay a few thousand Rupees of Land Tax to the British Indian Government. I till portions of my estate myself, that is, by the employment of laborers, and others I have leased out. I am one of those who lament over the fact that "the yield of Idia's soil has gradually, dismissed since the last century." I often stood "aglast at the fact thus revealed, that the soil of India is rapidly approaching exhaustion." I often thought over the subject and reproached myself for not having tried successfully "to grow four blades where formerly but one grew." I then thought that there was some latent depravity in me which prevented me from doing this. I therefore wanted to preach to the renters of my soil what I found I was not wantonly doing. I told them, "I have given you a pretty long lease and allowed you to enjoy the fruits of your labor during the term of your lease. I remind you that you were once a famous agricultural people, and that your country was "once renowed Garden of the East," and that it has now become a "comparatively barren country." You will be very great benefactors if you will grow *two* blades even where one grew. Self-interest, patriotism, and duty to your fellow-men, require that you should study "the Principles of Rational Agriculture," improve your implements of husbandry and imitate your *Arian* brothers of the west. The liberal British Government will praise you; your names will appear in the *Gazette* and a medal will be awarded to you not only by the Indian Government, but those of Europe and America." They replied that this was not the first time they had been spoken to in this manner; that my father who was a greater man and more learned than myself, had preached the same to them many a-dozen times. They added, "It is a well known rule of human nature that no one will sow what he cannot reap. Suppose we improve the soil, develope its resources, observe "that great law of restoration which governs Agriculture," learn from Mr. Eugene C. Schrottky, G. U. N. G., what we should give to the land in return for the crop we take away from it; and make the land we cultivate yield 104lb. of cotton per acre instead of 52lb which it now yields. Suppoing we do all these, will we reap the benefits of our labor and capital? No. Certainly not. You would observe the growth of produce and enhance our rents to such an extent at the end of the present lease, that if they be accepted by us, what would be left to us, would be less than what we now get. Why then trouble ourselves about the matter?" When I heard this, it struck me that I found out the way—the sure way to improve the soil. I said to myself, give up all idea of enhancement of the rent and then I will prove a great benefactor. So I said to them, renters, I promise not to raise the rents. Now go on with the development of the resources of the land. They laughed and told me that I was a simple but good intentioned man; that the remedy I proposed was no remedy; for, they argued, "you forget you have to pay an ever varying Land Tax to our enlightened Government. When they see that two blades grow in the place of one, although this result may be due to the expenditure of much capital which did not belong to them, they would say that the Land Tax must be trebled, and enquire when, if any, the end of the Puttah would come. If no time is specified in the Puttah you hold, they would send the Mahratta Brahmins with the clever settlement officers to raise the tax at once. When this is done, you would naturally ask us very fairly to bear the enhancement at the least. Thus we wont reap what we sow. Supposing your Puttah contained a term and that was to run for many years to come; the clever Revenue Counsellors of Government would impose a Local Fund Tax, convene the Legislative Council, play the usual force, and enact a law that so many annas of every rupee of the Land Tax shall be collected from us for you to pay them. Thus there is no way of escaping from the determined course of spoliation eked out by the most civilized and enlightened English nation who govern India." This conversation reminded me of one of my own grievances. I bought a village for valuable consideration seeing that the Land Tax thereon was fair. I spent thousands of rupees to improve it. Lo! a clever, place-seeking Brahmin, sent me an invitation to show cause why I should not pay much more than I had hitherto been paying as Land Tax. I remonstrated against the injustice, but in vain. This cunning confidential Officer of the State told me Sir, we wont force you to pay the enhanced tax which the benign Government justly demands. If you dont wish to pay it, please give up the lands. I stood as much against at what I heard from this countryman of mine, as I originally did at the fact of the rapidly approaching exhaustion of the soil of India. I said to myself, what a fool I was in paying a large quantity of the then not depreciated silver for this land. Love of soil was strong in me; and I have since paid as Land Tax many thousand rupees from my earnings in other branches of life to the most liberal Government for retaining the village. I then thanked the renters for having made me wiser, and retired to my cottage, repeating the following lines of a poet which my European Schoolmaster taught me in my boy-hood:—

"Did peace descend, to triumph and to save.
"When free-born Britains, crossed the Indian wave?"
Ah, No! &c., &c., &c.

Some time after I said to myself, "Is there no remedy for this state of things?' Can I not suggest some scheme which may be just to the governors and the governed? The following scheme then suggested itself to me.

1. Let the Government ascertain what is the present rental in money of the land by means of a *punch* appointed by the Governemt and the ryot.

2. Tix one-third of it as the Government Tax and guarantee that no large proportion shall ever be demanded as the Land Tax.

This would secure all benefits arising from the improvements made by the owners of the soil.

3. As the value of money and grain is ever changing, calculate the money value of the land tax, viz., ⅓ of the rental, according to the prevailing price of the staple grain. Of course, inconsiderable fluctuations being omitted from consideration.

This would secure the tax from falling below the ⅓ rental.

If I have by this scheme found out a remedy for the ever-growing evil of the exhaustion of the soil, I consider I have done some service to my country. If I have been deceived, I should like to be undeceived by my readers.

If no remedy be applied soon, the result would be what Mr. Schrottky has predicted; he says that "the present pernicious system will manifestly be detrimental to the interests of Government itself in a fiscal point of view,

inasmuch as, consequent upon the meagre outturn, the cultivator will ultimately find himself unable to pay his quota of the revenue, while large tracts of country will be abandoned as barren, thus considerably reducing the chief source of contribution to the public finances."

The present state of the country is really deplorable. "Starved is the soil, starved is the tiller of the land, starved are his cattle. The soil craves for food, and man and beast likewise crave for food." "Half of our agricultural population never know from years end to years end what is to have their hunger fully satisfied.

A HINDU."

The Bulgarian Atrocities :—Concering these dreadful rumours, the *Times* has the following from its correspondent in Paris :—

A special correspondent of the *Figaro* furnished with an Imperial firman has been to Philippopoli and Adrianople, from thence to Sofia, whence he has sent a letter dated the 11th of July, which appeared on the 29th. On the following day a letter without date came to complete the narrative, leaving a considerable margin for exaggeration in these otherwise very striking accounts, which, however, are given for the most part on hearsay. One cannot, pass over the passages in which the author says, 'I have seen ;' one cannot suppose that a man, however easily his imagination may be impressed, would dare to print in a widely circulated paper imaginary acts as if he had seen them. Even admitting that these acts, described by a rather excited narrator, may be somewhat coloured, there is enough to demand attention. If only a small part of the story of these massacres, pillagings, hangings, burnings, drownings, and ravishings, is true, it is enough to make people, in the name of humanity, insist on an end being put to such proceedings, not only for the present, but also by guarantees for the future. When a nation is in a state of decomposition advanced enough for it to be impossible to prevent them it must expect that the whole world, irrespective of political tendencies, will unite in a common effort to suppress such horrible debauchery and cruelty. If, on the other hand, all this is false, or even if it is so exaggerated that one can reduce the whole array of stories of which I have spoken to a few deplorable but almost, alas ! inevitable excesses on the part of a soldiery intoxicated by the ardour of repression, this ought to be clearly known, and not only should the Porte be absolved from the accusations heaped on it, but the whole civilised world, which shares the terrible responsibility, should be acquainted of it. For this reason I will mention some of the acts which the writer professes to have beheld or to have learnt from eye-witnesses. At Adrianople, he says, he has seen a Bulgarian hung up by the Zaptiehs on the awning of a shop, and these same Zaptiehs drove along with their muskets two other Bulgarians, whom they pretended to want to hang before some of the finest shops, the owner of which gave the soldiers drink-money to induce them to hang them elsewhere. The, poor were thus led through the whole town, amid hooting, insult, and maltreatment—all this in execution of a sentence which had simply condemned them to be hung. The writer alleges that he has seen Peroutchitza, a Christian village of 350 houses, between Philippopoli and Pazarchyk. Of this village, one of the most flourishing in Bulgaria, not a wall is left standing, and of its 2,000 inhabitants there only remain 150 old people and children. Not an able-bodied man or woman is left. All the men have been killed, and all the women who escaped the massacre have been led into slavery beyond the Balkans by the Christian renegades, more ferocious than the Mussulmans, themselves, who hastened to the prey. The children who wandered abandoned about the country have beeen taken and sold at an average price of 50 piastres, rather more than 11 francs ; the little girls, those who were pretty, have been taken to Constantinople to be disposed of in the secret markets which still exist.

The St. Petersburg Ministerial *Golos* says :—

"The political situation of Europe forbids the Russian Government to take part in the Slavonic war against Turkey. Were we to act differeutly our interference might injure the Slavonic cause rather than benefit it. But there is nothing in the official neutrality of Russia to prevent Russian society showing their ardent sympathy with the Slavonic cause. If Englishmen assist the wounded and starving Rayahs, if German volunteers fight in the Turkish ranks, what is allowed to others must be permitted to Russians too. Russian society can effectually support the Slavonic warriors by word and deed without the slightest infraction of international law.---The Slavonic war is our war, and it is only circumstances that place us in the hindmost ranks. If we profit by the advantages of this situation we should be all the more willing to assist those fighting in the front."

We take following from the *Indian Daily News* :—

"Mr. Marsden, we see, lays it down as good law that a landlord, in virtue of his ownership of property, may, in respect of such property, commit an act which, in any other person, even a bailiff of a Small Cause Court, would amount to a criminal offence. It seems that a woman owed some arrears of rent to a landlord, who, failing to obtain access to his tenant in any other way, wrenched the door of his house off its hinges by means of a crow-bar, and executed a writ upon the woman. The tenant applied to Mr. Marsden for a summons against the landlord for trespass, but the Magistrate rejected the application on the ground that the man was at liberty to force his way in with a crow-bar if he was unable to get in in any other way. It would be interesting to find out how may other offences a landlord can safely commit ex-officio. Would this landlord have been justified in committing trespass, if he wanted to pay a morning call, and had not been armed wit a writ ?—or was it in the combination of the legal process with the proprietory right that absolution for the offence commenced to flow ? It does not appear from the recorded evidence whether the landlord actually informed the tenant, by letter-post or by extempore ejaculation, that he had come on this particular occasion to enforce the law by breaking it."

The Spectator in speaking of English navies says :—

"It is no longer possible for England to be content with the standard of naval superiority that was once sufficient for her. When there were virtually but three fleets to be taken into account, the English, the French, and the Russian, we had only to take care that we were a match for the two last, supposing them to be united against us, and our position was secure. The rise, first of the Italian and now of the German navies, the deprived this calculation of all its value. There are now four Powers from which an enemy's fleet might conceivably be made up, and even then we have not included subordinate fleets, such as those of Spain and Turkey, which might be arrayed against us, under the domination of some hostile influence stronger than themselves. We see no probability, therefore, that the increase in the navy estimates, great as it undoubtedly is, will prove to be anything more than the prelude to a still greater increase in the future. Whether the burdens which one Power after another has taken on its shoulders may in the end prove greater than can be borne is another question. Universal armament may, in the end, bring about universal disarmament. But there are no present signs of any such result, and the evil will probably grow greater before it is discovered to be intolerable. At all events, it is not for England, which is still so far behind in the race, to talk of the worthlessness of the prize, or to suggest the abandonment of the contest."

The following extracts from a letter, received in Bombay from Mr. Thos. Russell, the Yarkand traveller, will give a vivid idea of the difficulties and dangers of travelling in those regions of eternal snow. Once again they bear witness to the undaunted and indomitable energy of the Anglo-Saxon race that laughs equally at perils of flood and field, and risks of life and limb :—

We left—that is, Mr. R. and myself—Srinuggur on the 6th July, and reached Leh in Ladak on the 16th. The bridges from Noorla village were all swept away by the heavy floods of water caused by the melting snows, as well as by the unusually heavy rains which were such as are seldom seen in Ladak. In crossing the torrent at Noorla on a very primitive bridge, Mrs. R. and all the Bots were nearly carried away into the Indus, and Mrs. R. continued in fainting fits for some hours, arising from the fright, while I caught a terrible cold from jumping into the snow-fed torrent, with only pyjamas on, to help them.

"At Leh we found the Ameer's envoy, Syud Khan Yakoob, on his way to the Governor-General at Simla, and I had a long talk with him. One thing is certain : commerce from England's side has become a fact, and the sooner we have a Political Resident at Kashgar the better. The Ameer's envoy lost one of his sepoys in crossing the Nubra river, and a Hadji was also swept away in one of the mountain torrents in the Kardong ravine. Knowing this and hearing that my caravans were detained at the Shyok river, at the bottom of the Sasser Pass, I determined to cross the Kardong Pass, 17,500 feet high, into the Nubra valley, and thence on to the Sasser, so as to join and push on the caravans in safety by being present when crossing the swollen rivers. On the afternoon of the 28th, Mrs. R., Mr. Hyde, and myself left Leh, and made the ascent of the pass up to the base of the steep ascent of the mountain, reaching that place (15,000 feet high) at 7 P. M. On the following morning we got up on yaks, as ponies cannot cross the pass laden, and reached the summit (17,500 feet) at 7 A. M. Imagine the scene if you can. Before us lay an immense glacier, resting on the mountain of frozen snow from base to submit—then came the descent. Three Bots surrounded Mrs. R., and after many falls—some pretty serious---we reached the bottom in safety. Mrs. R. was, as you may guess, completely knocked up, but I kept her lips moist, as well as our own, by frequent applications of snow to them. It was a curious sight to look back and see our followers ploughing over the glacier and hanging on by the horses' tails, legs, and bodies. One false step would have sent them to the bottom and killed them outright, and glad was I that we came through it so well.

"When we reached the village of Kardong, a heavy thunderstorm came, and it rained heavily, but next day it was fair, though cloudy, and we struck our camp, marched down the ravine towards the valley of Nubra, and got to the river at half-past two P. M. Drew, in his work on 'Jummoo and Kashmir,' gives a very faithful description of the Nubra valley. The river was tremendously swollen, and the passage across, in an old ferry boat, anything but a safe or pleasant one. Indeed, when swimming our horses across the river, Mrs' R.'s was carried away by the current, and we gave him up as lost. Fortunately, he struck ground about a mile down the river at a wild and precipitous part of the mountain range, and it took 14 Bots, with very hard labour and ropes, all the following day, to get him away and up the mountain, a fearful ascent---and very glad were we to see both horse and men safely on the top at last. I have got 200 yaks to go on to Sasser for my caravans, which have to recross the river and mountains, which form another glacier, but I hope to get them all safely to Leh during the month. Excepting a few natural alarms, Mrs. R. is well, and I feel very proud to see her sitting besides me in these almost unknown regions---the first Englishwoman who has crossed into the Nubra valley over a pass of 17,500 feet."

The *Pioneer* says :—

It is now setteled that H. R. H. the Duke of Connaught, ('the young man in training for the Commander-in-Chief-ship of the British Army,' as one of the comic papers calls him) will come to India next cold weather, and remain a year or so in the country, some of his time being passed at Simla, or one of the hill stations. The Duke's visit to the East is to form part of the practical military education he has been going through for some years past. Before coming out to India, he will, in all probability, be promoted from his present rank of Major in the 7th Hussars to that of extra, or supernumerary Lieutenant-Colonel of a cavalry regiment in this country—most likely, the 10th Hussars will be the corps selected."

There is more trouble in store for the schoolboy. A society has been started in France for the formidable purpose of prosecuting "voyages of study" round the world. M. de Lesseps has interested himself in the project, and next year a fine steamer of 1,200 horse-power will take a cargo of boys, with tutors, regulations, and everything necessary to enjoyment, on a long cruise, in which pleasure is to be duly seasoned with instruction. The ship will weigh anchor at Havre, and sail in the first in tance for New York, touching at Lisbon, Madeira, and the Bermudas From New York the students will proceed to Charleston, Havannah, Martinique, Para, Rio, and Buenos Ayres They will avoid Cape Horn, sailing through the Straits of Magellan, on to Valparaiso, Callao, Tahiti, Auckland, and Melbourne. From Melbourne the floating school will make for Sydney, pause for a moment at Noumea, thence proceed to Yeddo, Shanghai, Hong-Kong, Singapore, Bombay, Aden, Alexandria, Naples, and Marseilles, when the young gentlemen will be let loose to teach their aged recatives.

The *Turquie*, a journal published at Constantinople, contains the following summary of the instructions which the Ottoman Government has ordered the commanders of the army, operating against the Servians, to transmit to all the general officers acting under them. As the Servian rebels have advanced to the limits of the principality, it is incumbent upon the Government to repel this aggression. Troops have therefore been concentrated upon certain points, and together with the volunteer corps attached to them, been placed under the command of officers of the regular army. But the Government does not forget that the inhabitants of Servia, which forms an integral part of the Ottoman Empire, are subjects of the Sultan. Amongst them are men who, listening to pernicious advice, and led away by criminal instigations, have revolted against the sovereign power, and are now waging war upon it. These and only these are the men whom the Imperial Government wishes to punish ; the Government does not forget that it is its sacred duty to protect the honour, the lives, and the property of all its Servian subjects who remain faithful to it. The strictest orders are therefore given that the regular army and the volunteers, when they enter Servia, should rigorously observe all the duties of humanity towards the aged, the women, the children, and the peaceful inhabitants ; they are enjoined to respect their crops, and to protect them if necessary from the excesses of their own compatriots in revolt. The officers in command are specially instructed to see that these orders are carried out, and to punish without delay any infraction of them.

The fall of aerolites is, says a Bangalore paper, common enough in the Mysore Province, and Dr. Heyne in his "Statistical Fragment on Mysore," drawn up in the year 1800, writes :—"Masses of immense size are said to have fallen from the clouds at different periods. In the latter part of Tippu Sultan's reign it is on record, and well authenticated, that a piece fell near Seringapatam of the size of an elephant, which by the Sultan's Officers was reported to produce "the effect of fire on the skin of those who touched it."

The following is said by an English paper to be the true condition of the Sultan :—"Murad V. has not had a healthy life, and is in very delicate health ; he has frequently nervous attacks, which leaves him in a state of great debility. One of these attacks happened immediately after the assassination of the two ministers. These attacks end in apathy and a kind of langor, which gradually disappear. At the same time there is no danger of the loss of life or mental faculties, and his physician M. Karpoleone, who has followed a severe and rigorous treatment, is certain of his perfect recovery in a short time."

The *Times of India's* London correspondent says that the Young Lord Mayo, who has just eloped with Lady de la Zouche, will have to leave the Guards, and that his mother is almost heart-broken at his conduct, as well she might be. The young Earl has blasted his prospects altogether by his folly and has made the life of his sorrowing, widowed mother more miserable still. The Madras *Athenæum* remarks :—

Friends and admirers of the late Earl Mayo and their name is Legion, cannot but be grieved and vexed at the wicked foolery of the young Earl running away with Lady de la Zouche. Many now in India, can well recollect the young man, then Lord Naas, at Simla. He had recently left school, and had come out to this country for a short time, to receive that political training and those habits of business which his father so well knew how to give. There was a bright and honorable career before him, but his early acquisition of honors and comparative wealth seem to have turned his head.

We take from the *Journal of the Telegraph* a few valuable observations on the subject of lightning-rods :—

"The insulation of lightning-rods, says the *Journal*, is a grave error, because the insulators to some extent arrest the flow of currents of rarifield electricity, which it is the true function of the lightning-rod to faciliate. On the other hand, the insulator amounts to nothing as a barrier against a discharge of lightning, which can either pass through it or leap the short distance between the rod and the building. The prejudice in favor of insulators arises from a misapprehension. Strictly speaking, there are no non-conductors ; but that term is applied to substances which conduct very imperfectly and are subjected to violent disruptive effects when a shock of electricity passes through them. To prevent a discharge from leaving the rod and passing through the buieding, something more must be done than to attempt to keep it out by erecting such flimsy and insignificant barriers as insulators. The rod must be arranged so as to present points for the reception and discharge of electricity at the extremities of the building, both above and below, and the different terminations in the ground must be connected by rods lying across the roof, so that lightning can be provided with a path in an horizontal direction, which, being continuous, will be preferred to any series of detached masses of conducting matter contained within the building.

ACKNOWLEDGMENTS.

Subscriptions.

	Rs.	As.	P.
C. Narrainsawmy Naidu Esqr., Secundrabad ...	5	0	0
Secry. to M. I. S. Berhampoor Ganjam, (Madras Presidency) ...	5	0	0
Secry. R. Room Darampoory	1	4	6
Nagindas Brijchukhandas Esqr., Rajkote	5	0	0
Bhimji Morarji Esqr., Rajkote	5	0	0
Kevalram Oomedram Esqr., Surat	5	0	0
C. V. Moodiliar Esqr., Bombay	5	0	0
N. G. Nyandas Esqr., Rajkote	5	0	0
Wadditoram Nagaji Esqr, Surat	5	0	0
Bulbhodra Saharia Esqr., Berhampore	5	0	0
Dalibanikoram Naida Esqr., Bombay	5	0	0
Suttoram Gopalram Esqr., Hydraqad	5	0	0
Nartorm deik Blrimakji Esqr,, Madras	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

বিজ্ঞাপন।

হেমমালিনী নাটক।

এই অত্যুৎকৃষ্ট নাটক খানি সম্প্রতি কোন সুলেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৵ টাকা ডাক মাশুল ৵০। সংস্কৃত ডিপজিটরি এবং পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চূর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গ্রহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ কণ্ঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে।

মূল্য এক সপ্তাহ এক টাকা।

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

মূল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ॥৴ আনা।

অজীর্ণ কুল কণ্টক।

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি রাখে।

মূল্য এক সপ্তার ১ টাকা।

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে।

মূল্য অর্দ্ধ পোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দদ্রু, কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাচড়া আরোগ্য হয়।

মূল্য এক ছটাক এক টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়।

মূল্য এক সপ্তার ১॥০ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর।

এত দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে ৭০ লক্ষ ঘর সরাবক জৈনি ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায় আছে তাহার প্রতি ঘর হইতে মহারাজজৈন ভাণ্ডার অন্যূন ২ টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। তবে যাহারা ইচ্ছা করিয়া বেশী দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সংগৃহীত অর্থ আনুমানিক আড়াই কোটী টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক সুদ পনোর লক্ষ টাকা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে নিম্ন লিখিত চারিটী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এবং বোর্ডের ডাইরেক্টর গণের অভিমতি ও বিবেচনা মত যে সকল স্থান উপযুক্ত হইবে সেই সকল স্থানে উক্ত অনুষ্ঠান সকল স্থাপিত হইবে

১ম—মহারাজজৈনি বিদ্যালয় সমূহ। দ্বিতীয়—মন্দির সকল জীর্ণ সংস্কার ইত্যাদি। যে যে স্থানে মন্দির নাই সেখানে নূতন মন্দির গঠন, বার্ষিক রথ যাত্রা। সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সরাবক ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন সেই সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া যাত্রা হইবে। ৩য়—মহারাজজৈনি চিকিৎসালয় সকল ঔষধ সকল এই রূপ সুন্দর মতে প্রস্তুত করা যাইবে যে কোন হিন্দু তাহা সেবন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ৪র্থ—দান, যথা অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে অর্থ দান।

উপরোক্ত ভণ্ডারের ডাইরেক্টর গণের সকলি ভদ্র লোক। ইহারা মুরসুদাবাদ, দিল্লী, সাহরণপুর, ফরক্কানগর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, আমেদাবাদ, আজমীর, বোম্বাই, ইন্দোর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করেন।

লালা দয়ারাম দাস

সরাবক চৌধুরী।

ফাষ্ট জেনারেল ম্যানেজীং ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারি, মহারাজজৈন ভাণ্ডার।

মুরসুদাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি।

সংবাদ

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় খাজে আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর তাঁহার পুত্রের সহিত আপন বাগান হইতে আসিতে ছিলেন, উত্তর নবাবপুরের নিকট শকট আসিলে এক জন মুসলমান একটা বড় লাঠি দ্বারা গাড়ীতে সবলে আঘাত করে, তাহাতে গাড়ীর আয়না ইত্যাদি ভগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু কাহারো অন্য কোন বিঘ্ন হয় নাই। উক্ত ব্যক্তি ধৃত হইয়া প্রকাশ করিয়াছে যে খাঁ বাহাদুর তাঁহার সরকার হইতে উহাকে বরখাস্ত করাতে সে অনেকবার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই, এই জন্য সুযোগ মতে এই আঘাত করিয়াছে। কেহ২ বলেন এ ব্যক্তি পাগল কিন্তু আঘাতকারী নিজে বলে যে সে পাগল নহে। কি ভয়ানক ব্যাপার! ঢাকায় এই শ্রেণীর অনেক লোক আছে। এই রূপ লোকে ইত্যাদি সকলই করিতে পারে বলা বাহুল্য।

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, মুনসীগঞ্জের নবাগত দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু শম্ভুচন্দ্র দে আফিসের প্যাদাদিগকে তাঁহার মস্তকে ছাতা ধরিতে কহিয়াছিলেন। প্যাদারা তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি তাহাদিগকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কার্য্য হইতে স্থগিত করেন। প্যাদারা অত্রত্য জজ সাহেবের নিকট এ বিষয়ের আপীল করে। শুনিলাম জজ সাহেব এবিষয়ে এই মাত্র বলিয়াছেন, যদি বিক্রমপুরাঞ্চলে প্যাদাদিগের ছাতা ধরার রীতি প্রচলিত না থাকে তবে মুনসেফ তাঁহার আদেশের প্রতিপুনর্ব্বিবেচনা করিবেন। এটীও একটী সামান্য অদ্ভুত কথা নহে। জজ সাহেব কি মুনসেফের মস্তকে ছাতা ধরাও প্যাদাদিগের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন?

—পুনাতে বাল্য বিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে আবার আন্দোলন হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেকে আমাদের মত জানেন। আমরা বাল্য বিবাহের বিরোধী তবে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে রীতি প্রচলিত আছে সে রীতিও যে উৎকৃষ্ট তাহও আমাদের বিশ্বাস নহে। যাহারা বাল্য বিবাহের সপক্ষ তাহারা বলেন যে পৃথিবীতে যেখানে যত রূপ সামাজিক রীতি নীতির প্রচলিত হইতেছে কি হইবে তাহার সমুদয় এক না এক আকারে এ দেশে এক না এক সময় পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এত পরীক্ষার পর যে রীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে সে রীতি পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। আমরা এ মতের পোষকতা করি না। মনুষ্য জাতি উন্নতিশীল। উন্নতির সঙ্গে২ তাহাদের সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। আবার যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, যে দেশে জারজ সন্তানের সমাজ নাই, যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই অথচ ভ্রূণ হত্যায় প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে সেখানে ৮। ৯ বৎসর বালিকার বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।

—ষ্টেট সেক্রেটরি নিয়ম করিয়াছেন যে, মধ্য ভারতবর্ষে বাঙ্গলায় নন রেগুলেশন প্রদেশে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পূর্ব্বে যে রূপ সৈনিক পুরুষেরা রাজ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইতেন তাহারা আর তাহা পাইবেন না। এখানে সিবিলিয়ান ভিন্ন অপর কেহ এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। পঞ্জাব, আসাম, ব্রহ্ম এবং সিন্ধু প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক তিন জন সিবিলিয়ানের কর্ম্ম হইলে এক জন সৈনিক পুরুষ রাজ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

—১৮৭১ সালে যে জন সংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে প্রকাশিত হয় যে ভারতবর্ষের মুসলমানের সংখ্যা ৪০৮৮২৫৩৬। অনেকে অনুমান করেন যে মুসলমানের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। যাহারা এই রূপ অনুমান করেন তাহারা বলেন যে ইংরাজেরা সাক্ষাৎ ও পরক্ষ ভাবে যত মুসলমানের উপর প্রভুত্ব করেন তাহার সংখ্যা ৫ কোটী হইবে। এ দেশে যে মুসলমান আছে তাহারা শিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কোন্ সম্প্রদায়ে কত মুসলমান ইহা প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় ১৯৫৫৩৮৩১ জন মুসলমান আছে, পঞ্জাবে মুসলমানের সংখ্যা ৯৩৩৭৬৮৫, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৪১৮৯৩৪৮ জন মুসলমান অবস্থিতি করে, বোম্বাইয়ে ২৮৭০৪৫০ জন মুসলমানের বসতি। ২৮৫৭৮৫৭ জন মুসলমান মান্দ্রাজে অবস্থিতি করে, অযোধ্যায় ১১৯৭৭০৪ জন মুসলমানের বাস। আসামে মুসলমানের সংখ্যা ১১০৪৬০১, মধ্য ভারতবর্ষের সংখ্যা ২৩৩২৪৭, মহীশূরে ২০৮৯৯১ জন মুসলমান অবস্থিতি করে, বেরারে ১৫৪৯৫১ জন মুসলমানের বসতি, ব্রিটীশ অধিকৃত ব্রহ্ম দেশের মুসলমানের সংখ্যা ৯৯৮৪৫, আজমিরের মুসলমানের সংখ্যা ৬২৭২২, কুর্গে ১১৩০৪। ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষের জন সংখ্যা অনেকে অনুমান করেন ২০ কোটী। ইহার ৫ কোটী যদি মুসলমান হয় এবং অপর জাতি যদি আর ৫ কোটী হয় তাহা হইলে হিন্দুর সংখ্যা দশ কোটী। কিন্তু তথাচ মুসলমানেরা প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দু অপেক্ষা বলবান। হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা বিদ্বান, ইহারা গবর্ণমেন্টের প্রসাদ অপেক্ষাকৃত অধিক উপভোগ করেন। ইহারা বোধ হয় অধিক ধনীও হইবেন তথাচ যেখানে দশ জন মুসলমান অবস্থিতি করেন সেই খানে বলের ও ঐক্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান আছে। আবার যেখানে হিন্দু সেই খানেই আত্ম কলহ।

—সার সালার জঙ্গ গত ২৬এ তারিখে হাইদ্রাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—মহারাণী এম্প্রেস হইয়াছেন। এখন এ দেশীয় টাকার রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। আমরা শুনিলাম টাকার উপর এম্প্রেস শব্দ লিখিত হইবে এবং মহারাণীর মুখাকৃতি কিছু বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে।

—ভারতবর্ষে যে দেশীয় রাজ গণের সম্মানার্থ তোপ ধ্বনি হয় তাঁহাদের রাজ্য সমুহের অধিবাসীর সংখ্যা ৪৯৬৮৩৫৯৮ এবং রাজস্ব প্রায় ১৪ কোটী টাকা। তাঁহাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১৩ লক্ষের অধিক এবং পদাতিক সৈন্য ১৮ লক্ষ। তাঁহাদের অধিকারে প্রায় ৪ হাজার কামান আছে। তাঁহারা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে বৎসর২ প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা কর প্রদান করেন।

—লাহোরের এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে জঙ্গল বিভাগের এক জন সামান্য কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। সে ধৃত হইয়াছে এবং বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় ইহার প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে তিন বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ফরেষ্ট বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীও এই অপরাধে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।

—এক জন সম্বাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সে স্ত্রী ও পুরুষে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতির স্বার্থ ও মনের ভাব সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতেছে। স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের উভয়ের মধ্যে সহানুভূতি নাই। পরস্পর আত্মীয়তার ভাব নাই। উভয় উভয়কে শত্রু জ্ঞান করে। দায় ঠেকিয়া একত্রিত হয়। গৃহে স্বামী ও গৃহিণীতে আত্মীয়তা কি প্রণয় নাই। ইহারা এক স্থানে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করা দূরে থাকুক, স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করে। ইউরোপীয় সভ্যতার শেষে এই বিষময় ফল হইয়াছে। এবং এই ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের ইহারই মধ্যে সংসারের অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বের মত পারিবারিক সুখ নাই। এখন পিতা পুত্র, শরিক হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রাতা জ্ঞাতি, স্ত্রী স্বার্থপর হইয়াছে। যে হিন্দু পরিবারে ইতি পূর্ব্বে দেব ভাব বিরাজ করিত, যে হিন্দু পরিবারে ভ্রাতৃ মাতৃ পিতৃ স্নেহ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত, যে হিন্দু সমাজে কাহার ও বিপদ হইলে সকলে তাহার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেন সেই হিন্দু সমাজে কি ভয়ানক আত্ম কলহ কি ভয়ানক স্বার্থপরতা উপস্থিত হইয়াছে। এ হিন্দু জাতির দোষ নহে, হিন্দু ধর্ম্মের দোষ নহে, পরাধীনতার দোষ নহে। ইউরোপীয় সভ্যতায় আমাদের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়াছে, আমাদের সুখের বাগান ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের গৃহ দেবতা এই উৎপাতে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, গৃহ লক্ষ্মী এই উৎপাতে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংসার শ্মশান হইয়াছে, সুখের শয্যা কণ্টাকীর্ণ হইয়াছে। যে গৃহে অহোরহ আনন্দ উৎসব ছিল সে গৃহে এখন কলহ পূর্ণ হইয়াছে। যে আত্মীয় স্বজনের মুখ দর্শন করিলে শোক দূর হইত সেই আত্মীয় স্বজন সকল দুঃখের কারণ হইয়াছেন। আর কিছু দিন পরে হয় ত ফ্রান্সে যাহা হইতেছে আমাদের দেশে ও তাহাই হইয়া উঠিবে।

—জর্ম্মেনীতে সম্প্রতি শকুন্তলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা সংস্কৃত হইতে তাহারা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাহাই অভিনীত হয়। জর্ম্মেনীয়রা সংস্কৃত যখন ভাল বাসেন তখন আর্য্য বংশের উপর ও তাহাদের শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং আমরা যদি যত্ন করি তাহা হইলে ক্রমে জর্ম্মেনীয়দিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারি। আমাদের এখন ইংরাজ ভিন্ন আর উপায় নাই, আবার এই ইংরাজেরা আমাদের রাজা। আমাদের অনেক স্বার্থের সঙ্গে ইহাদের সংস্রব আছে সুতরাং আমাদের অনেক রোদন ইহাদের নিকট অরণ্যে রোদন হয়। আমরা যদি জর্ম্মেনীয়দিগের ন্যায় নিঃস্বার্থ কোন প্রধান জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারি তাহা হইলে তাহারা আমাদের অনেক উপকার করিতে পারেন।

—এ বৎসর ভয়ানক বর্ষা হইল। আবার স্থানে২ ভয়ানক জল প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে। মান্দ্রাজের কয়েক স্থানে এ রূপ বন্য উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে অনেক প্রাণী ও ধন সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। পঞ্জাবেও অতিশয় বন্যা আরম্ভ হইয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে দিল্লির আগামী দরবারে গবর্ণর জেনারেল দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন। এ দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের গবর্ণমেণ্ট আদর করেন না। ইহারা গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্যে বিপক্ষতাচরণ করেন, সুতরাং তাহারা মনে ভাবেন যে, সম্পাদকদিগকে আদর করিলে কেবল শত্রুকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহা সত্বেও এ দেশীয় কোন কোন সম্পাদক নিজ বাহুবলে গবর্ণমেণ্টের নিকট পদস্থ হইয়াছেন। লর্ড লিটন যদি প্রকৃত দেশীয় সম্পাদকদিগকে দিল্লির দরবারে নিমন্ত্রণ করেন তাহা হইলে সম্পাদকেরা মনে২ অতিশয় গৌরবান্বিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে সেই সঙ্গে২ তাহাদের একটী বৃহৎ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। এ দেশ অনেক সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সম্পাদকীয় কার্য্য এ দেশে এখন অর্থকরী হয় নাই এবং অনেকে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত হন। সম্পাদকেরা নির্ব্বুদ্ধিতা কি অবিবেচনার নিমিত্ত দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল যাহাই করুন, তাহাদের অনেকে শুদ্ধ দেশের মঙ্গল উদ্দেশে এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। দিল্লিতে গমনাগমনের ব্যয়, তথায় অবস্থিতির ব্যয়, আপনাদিগের পরিচ্ছদ প্রভৃতির নিমিত্ত যে ব্যয় আবশ্যক হইবে তাহা বহন করা অনেক সম্পাদকের পক্ষে কঠিন হইবে। হয় ত অনেকে এই পদ গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়া তাহা হইতে আর উদ্ধার হইতে পারিবেন না।

—ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন গত ১৫ই আগষ্ট হইতে কিছু কালের নিমিত্ত স্থগিত হইয়াছে। কার্য্য স্থগিত হইবার সময় মহারাণীর যে বক্তৃতা পাঠ হয় তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ—যুবরাজের ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তনে আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহার ভারত দর্শন জন্য তথাকার লোক যে রাজ ভক্তি ও রাজানুগত্য প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমার নিকট বহু মূল্য পদার্থ। এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া আমি এই কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি যে ভারতবর্ষবাসীর সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনে আমি অতিশয় যত্নশীল।

—এ দেশে কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ইংরাজদের অসন্তুষ্টকর কোন রূপ কর্ম্ম করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ জনরব উঠান যে এই কর্ম্মচারী সত্বর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। সার রিচার্ড টেম্পল যখন এখানে নূতন মিউনিসিপাল ইলেকশন প্রণালী সৃষ্টি করেন তখন বাঙ্গলার ইংরাজেরা বলিতে আরম্ভ করেন যে টেম্পল সাহেব সত্বর বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিবেন। সম্প্রতি লর্ড লিটন সম্বন্ধে লোকে এই রূপ জনরব তুলিয়াছে। ইহাদের এরূপ জনরব উঠানের কি উদ্দেশ্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা বলবান, ক্ষমতাবান, ধনী। আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন, ক্ষীণজীবি, দরিদ্র। এই নিমিত্ত যে সমুদয় অবিচার আমরা অনায়াসে সহ্য করি তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অবিচার কেন যদি সুবিচারের নিমিত্ত ও তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহাও তাহারা সহ্য করিতে পারেন না। যশোহরের মিয়ার সাহেবের মকদ্দমা, আসামের টিবিনস সাহেবের মকদ্দমায় তাহারা ইহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। আর কুলায় সাহেবের মকদ্দমায় সেই পরিচয় দিতেছেন। ইংরাজি শাসন প্রণালী যেরূপ তাহাতে অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করেন না। তবে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা অনেক স্থলে এইরূপ ইতর বিশেষ করিয়া থাকেন। এই সমুদয় পক্ষপাতী কর্ম্মচারিরা অবিচার করিয়া ইংরাজদিগের মনে মনে এক রূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে যাহা আমরা অবিচার বলিয়া ব্যাখ্যা করি প্রকৃত ইংরাজদিগের পক্ষ সেই সুবিচার। অথচ যদি হাকিমদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান থাকে এবং তাহারা ইংরাজ ও এদেশীয়দিগের মধ্যে বিচার কালে কোন রূপ ইতর বিশেষ না করেন তাহা হইলে ইংরাজেরা আইন অনুসারে তাহার কিছুই করিতে পারেন না। কাজেই ইংরাজেরা অপদস্থ হইয়া তখন আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন। যখন নীল বিদ্রোহ হয় তখন ইংরাজেরা এই রূপ অপদস্থ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইবার কথা উল্লেখ করেন এবং এই নিমিত্ত লর্ড লিটন অহোরহ এই রূপ গালাগালি সহ্য করিতেছেন।

—বোম্বাইয়ে বস্ত্র বয়নের ও সুতা প্রস্তুতের উন্নতি ক্রমেই হইতেছে। জুলাই মাসে সেখানে ১০৯২৩৩৫ গজ ধূষর বর্ণের, ৪৭২০৩৪ গজ শ্বেত বর্ণের এবং ৪৭৫৩০ গজ রঙ্গিন বস্ত্র ও ৪৫৫৪৫০ সের সুতা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থে অন্যত্র প্রেরিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এডেন, কারাচি, জেডো, প্রভৃতি স্থানে সমুদ্র যোগে বস্ত্র ও সুতা বাণিজার্থে প্রেরিত হইতেছে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও বোম্বাই হইতে সুতা ও কাপড়ের আমদানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রূপার বাজার মাটী হওয়াতে এ দেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতির বিস্তর সহায়তা করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে এখন দৃঢ় সংকল্প করিলে আমরা এ দেশীয় অনেক ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। ঢাকায় দেশীয় বস্ত্র উন্নতির নিমিত্ত যে একটী সভার সৃষ্টি হয় তাহারা কি করিতেছেন?

—বোম্বাইয়ে একটী সম্ভ্রান্ত পার্শি রমণীর ভ্রূণ হত্যা অপরাধে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়। বোম্বাইবাসীরা ইহার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হন। তাহারা এই রমণীর প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার প্রার্থনা করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। রাষ্ট্র হয় যে গবর্ণর রমণীকে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এখন শুনা যাইতেছে যে এ সম্বাদ অলীক। গবর্ণর এখনও ইহার কোন আজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি গবরণর জেনারেলের নিকট লিখিয়াছেন যে এ রূপ স্থানে তিনি স্ত্রীলোকটীর প্রতি কত দূর দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। গবর্ণর জেনারেল যে রূপ আজ্ঞা প্রদান করেন তিনি সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন।

—বোম্বাই প্রেসিডেনসীর জন সংখ্যা ২৫০৮৬৩১৮। ইহার মধ্যে ১৩১৩৯৮২ জন পুরুষ এবং ১১৯৯৪৭০৬ জন স্ত্রী অর্থাৎ প্রতি শত স্ত্রীতে এক শত দশ জন পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে। ইহাদের যুবকের মধ্যে শত করা ৫২ জনের কিছু অধিক পুরুষ এবং প্রায় ৪৮ জন স্ত্রী। শত করা প্রায় ৫৩ জন বালক এবং ৪৭ জনের কিছু অধিক বালিকা। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এখানে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। কিন্তু ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা ৬০ বৎসরের স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। এখানে ২০৪২১৪৯৮ জন হিন্দু, ৩৮১৮১০ জন মুসলমান, ৪৯৮৭৩১ জন বৌদ্ধ ৩৪৭৯৮৩ জন খৃষ্টান অবস্থিতি করে।

—যখন তুর্কর ভূতপূর্ব্ব সুলতানের মৃত্যু হইল তখন বোম্বাইবাসী মুসলমানেরা তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কাজকর্ম বন্দ করেন এবং অন্য রূপ শোকের চিহ্ন প্রকাশ করেন। সম্প্রতি সেখানে সার্বিয়ার সঙ্গে তুর্কদিগের যে যুদ্ধ হইতেছে তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত আর এক সভা হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য যুদ্ধের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা। বোম্বাইয়ে মুসলমানদিগের যে সমুদয় সম্বাদ পত্র আছে তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এই নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিতেছেন। এই যুদ্ধের সাহায্য করিবার নিমিত্ত শুদ্ধ বোম্বাই কি ভারতবর্ষস্থ মুসলমানেরা ব্যস্ত হন নাই, যেখানে মুসলমান আছে সেই খানে তাহারা এই রূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। তুর্কির সুলতানের সঙ্গে সার্বিয়ার রাজার যুদ্ধ হইতেছে। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ধর্ম্মের ভিন্নতা। তুর্কির সুলতান তাহার কতক গুলি খৃষ্টান প্রজার উপর অত্যাচার করেন, সার্বিয়ার রাজা সেই নিমিত্ত এই বিবাদে প্রবর্ত্ত হন। পাছে তুর্কর সুলতান যুদ্ধে পরাজয় হইলে মুসলমান ধর্ম্মের অনিষ্ট হয়, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের মুসলমানেরা এই চিন্তায় ব্যাকুল। তাহারা এই নিমিত্ত যথা সাধ্য এই যুদ্ধের সহায়তা করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। সুলতান যদি জয়ী হন তাহা হইলে খৃষ্টিয় ধর্ম্মের পরাজয় হইবে। সুলতান তাহার খৃষ্টান প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছেন, অথচ ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগের এ সম্বন্ধে কোন রূপ উদ্বেগ দেখা যায় না অপিচ ইউরোপের কোন২ খৃষ্টান রাজা সুলতানের সহায়তা করিতেছেন। ইউরোপে কেন পৃথিবীর মধ্যে এখন খৃষ্টানেরা প্রবল। তাহারা মনে করিলে শুদ্ধ তুর্কির সুলতানকে অপদস্থ করিতে পারেন না, পৃথিবীর সকল মুসলমানদিগকে অপদস্থ

করিতে পারেন কিন্তু যে খৃষ্টান ধর্ম্মে ইউরোপীয় জাতিকে শ্রেষ্ঠ পদে উন্নত করিয়াছেন এখন স্বার্থের নিমিত্ত খৃষ্টন রাজারা অনায়াসে সেই ধর্ম্মের অনিষ্ট করিতে পারেন। বোম্বাইর মুসলমানেরা সুদ্ধ যুদ্ধের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছে না, তাহারা প্রতি দিন মুসলমান ধর্ম্মালয় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জয় ও সুলতান ...দের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে। মহ...দের ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকাতে মুসলমানেরা অপদস্থ হন নাই। তাহারা ...বতঃ এই ধর্ম্ম বলে আবার বড় হইবেন।

—আমরা অবগত হইলাম, বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী জয়ণ্ট ষ্টক কোম্পানি হইয়াছে, এবং সেই সকল কোম্পানি কৃতবিদ্যদিগের যত্নে ও উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। যে যে স্থানে যৌত কারবার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ময়মনসিংহই প্রধান। এক ময়মনসিং জেলার দেশীয়দিগের পাঁচটী জয়ণ্ট ষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, সমাচার পাওয়া যায়। (১ম) ময়মনসিংহ লোন আফিস। মূলধন ৫০,০০০ টাকা। জামালপুরে এই কোম্পানি সুদী কারবার করিতেছেন। ইহাঁরা অংশীদিগকে শতকরা অন্যূন ২৷৷০ টাক লাভ দিতেছেন। (২য়) জামালপুর ট্রেডিং কোম্পানি। মূলধন ৫০,০০০ টাকা। এই কোম্পানি কারবার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। (৩য়) নারায়ণগঞ্জ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড। মূলধন ২০,০০০ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাক। এই কোম্পানি তেলের কল ও চিনির কারখানা স্থাপন করিবেন। (৪র্থ) নসীরাবাদ লোন আফিস। মুল ধন ২০,০০০ টাকা। প্রতি অংশের মুল্য ১০ টাকা। কোম্পানির সুদী কারবার। ইহার অংশীদিগের শতকরা ২৷৷০ টাকার ন্যূন লাভ হইতেছে না। (৫ম) সেরপুর লোন আফিস। ইহার মূল ধন ২০,০০০ টাকা। কোম্পানি অল্প দিন মাত্র স্থাপিত হইয়াছে। সকলের এখনও সকল মুল ধন সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু ত্বরায় সংগৃহীত হইবার প্রত্যাশা আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক স্থানে কয়েকটী কোম্পানি হইয়াছে। কলিকাতা, যশোর, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বগুড়া এই সকল স্থলেও এক একটী যৌত কারবার স্থাপিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, সকল গুলিরই কার্য্যের উন্নতি ও মুল ধন বর্দ্ধিত হউক।"

—শ্রীকা আমাদিগকে লিখিয়াছেনঃ—"গত শনিবার হইতে বঙ্গ রঙ্গ ভূমিতে পুনর্ব্বার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিবস উক্ত রঙ্গ ভূমিতে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত সুভদ্রা হরণ গীতাভিনীত হয়। বিস্তর ভদ্র লোক অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু দিন বিশ্রামের পর অভিনেতৃগণ দর্শক বৃন্দকে যত দূর সন্তুষ্ট করিবেন আশা ছিল কার্য্যে ততদূর হয় নাই। একাদিক্রমে সঙ্গীত হওয়াতে তত তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই, মধ্যে২ কিছু বলিবার অবকাশ প্রদান করিলে বোধ হয় দে...কারুত ভাল হইত। যোগী অর্জ্জুনের হস্তে তরবারী অপেক্ষা ধনুঃশর প্রদান করিলে দৃষ্টি সুখকর হইত সন্দেহ নাই। শরৎ বাবুর তত্ত্বাবধানে থাকাতে এই রঙ্গ ভূমি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে বলিতে হইবে কিন্তু মাতালগণের দুর্ব্বিহার হইতে ভদ্র লোকদিগকে (অভিনয় স্থানে) রক্ষা করিবার জন্য তিনি কোন বিশেষ নিয়ম করিলে ভাল হয়।"

প্রেরিত।

সুন্দর বন।

সুন্দর বনের ২২নং লাট বকুলতলার উত্তর পশ্চিম ধার দিয়া চড়া গঙ্গা নামক যে, গঙ্গা বহতা আছে ঐ বহতা গঙ্গার উত্তর ধার হইতে নাগাইদ চিত্রগঞ্জ পর্য্যন্ত মজাগঙ্গার পশ্চিম তীরে দ্বারীর রাস্তা নামক একটি প্রচীন রাস্তা বর্ত্তমান আছে। ঐ রাস্তার পশ্চিম ধারে দুই ক্রোশ ব্যপিয়া মন্দিরের শ্রেণী ও বাঁধা ঘাটের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐসমস্ত অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, ঐ স্থানটীতে পূর্ব্বে বহুতর ধনী লোকের বাস ছিল, এবং ঐ স্থানটী হিন্দুদিগের একটী মহা তীর্থ বলিয়া গননীয় ছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

মজিলপুর জয়নগর হইতে দক্ষিণ দুই মাইল হইবে, শঙ্খদনা নামে একটী স্থান আছে। ঐ স্থান মজাগঙ্গার পশ্চিম তীরে হইতেছে। ঐ স্থান একটি তীর্থ বলিয়া এক্ষণেও প্রচলিত আছে। ঐ স্থানে অনেক হিন্দুতে গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন। এই রূপ প্রবাদ যে যখন ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন তখন ঐ স্থানটীতে গঙ্গা এরূপ বিস্তৃতা হন যে গঙ্গার গতি কোন দিকে তাহা ভগীরথ নিরাকরণ করিতে না পারিয়া গঙ্গা অন্তঃধ্যান হইয়াছেন এই রূপ বিবেচনা করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাহাতে গঙ্গা সদয়া হইয়া ভগীরথকে সেই স্থানে হস্তোত্তলন পুর্ব্বক হস্তস্থিত শঙ্খ দর্শন করান। তদবধি সেই স্থানটী শঙ্খদর্না নামে খ্যাত হইয়াছে। সেই স্থানের নিকট বহুতর মন্দিরের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর তন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে বহুতর ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদির চিহ্ন পাওয়া যায়।

সেই শঙ্খদর্নার প্রায় দুই মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ গঙ্গার মধ্যস্থলে পাতাল গঙ্গা নামক একটী স্থান আছে, উহা তীর্থ বলিয়া গননীয়। এরূপ প্রবাদ আছে, যে শঙ্খদর্না হইতে গঙ্গা অন্তর্ধ্যান হইয়া পাতালে গমন করেন। এবং পাতাল গঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গা পুনরায় পাতাল হইতে উত্থিত হয়েন। তাহাতে সেই স্থান পাতাল গঙ্গা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় ঐ স্থানে গঙ্গার ঘুর্ণা জল ছিল। এবং ঐ স্থানটী অতি গভীর ছিল অর্থাৎ সেই স্থানটীতে গঙ্গার দহ ছিল। এই কারণেই সেই পাতাল গঙ্গা নামে খ্যাত হইয়াছে।

ঐ পাতাল গঙ্গার এক মাইল পশ্চিম ত্রিপুরা সুন্দরী নাম্নী এক দারুময়ী দেবী আছেন, এবং পাষাণ ও পারাতে ঐ দেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। ঐ দেবী চতুর্ভুজা পদ্মাসনে দণ্ডায়মানা। ঐ দেবীকে একান্নপীটের মধ্যে এক পীট বলিয়া এ প্রদেশে অনেকে মান্য করিয়া থাকেন। ঐ স্থানটীকে ছত্রভোগ কহে, এবং ঐ দেবীকে ছত্র পীট বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবতীর বুকের ছত্র ঐ স্থানে পতিত হইয়াছিল, এই রূপ অনেকে বিশ্বাস করেন। ঐ দেবীর একটী অতি প্রাচীন মন্দীর ছিল, উহাকে ত্রিপুরাসুন্দরীর মট কহে। ঐ মন্দীরের কিয়ৎদংশ বাঙ্গালী ১২৭৫ সালে পতিত হইয়াছে। ঐ মন্দীর যখন পতিত হয় নাই তখন আমি উহার মধ্যে গমন করিয়াছিলাম। ঐ মন্দীরটী চতুষ্কোন। ইহার ভিত্তি প্রায় চারি হস্ত হইবে, এবং মন্দীরের ভিতরের মেজে দীর্ঘে ও প্রস্থে ৮ হস্ত করিয়া হইবে। ঐ মন্দীরের গাথনি পট ইষ্টকে গাথা। তাহা ফরমার ইট নহে। ঐ সমস্ত ইষ্টক পাটালি কাটা, এক্ষণকার ইট অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত এবং লম্বাও অধিক। অনেক ইট ১ ফিটের অধিক প্রশস্ত আছে, এবং দৈর্ঘ্য দুই তিন ফিট হইবে, এবং কতকগুলি ইট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে। ঐ মন্দীরের খিলান ক্রমে ক্রমে ইট বাহির হইয়া সর্ব্বোপরি মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ এক্ষণকার খিলানের ন্যায় নহে। সেই মন্দীর কতক বালি চুণ এবং মাটিতে গাথা ছিল। ইহার দ্বার পশ্চিম দিকে। সেই দ্বার ইট বাহির করিয়া খিলান করা আছে। সেই মন্দীরের গাথনি চতুর্দ্দিক অল্প অল্প সরু হইয়া গিয়া অগ্রভাগে মিলিত হইয়াছে এবং তাহার উপর একটী মোটা থামের ন্যায় গাথা। তাহার উপর গোল পাতার ছাতার ন্যায় চুড়া ছিল। সেই মন্দীর দূর হইতে দেখিতে একটী থামের ন্যায় অর্থাৎ উড়িষ্যার মন্দীরের ন্যায় গাথুনি। এই মন্দীরের ন্যায় ১১৬ নং লাটের জটার দেউলের মন্দীর। তবে ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দীরের অগ্রভাগ সরু এবং জটার দেউলের অগ্রভাগ কিছু স্থূল জটার দেউলের মন্দীরের চতুর্দ্দিক ২ টীর হিসাবে ১৬টি পীলপে আছে, ইহাতে তাহা ছিল না। জটার দেউলের মন্দীর অবিকল উড়িষ্যার মন্দিরের ন্যায় এবং ত্রিপুরা সুন্দরির মন্দীরের অগ্রভাগ সরু হওয়ায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ। কিন্তু চুড়া দুই মন্দীরের এক রূপ হইতেছে। বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দীরের চুড়ার মত থাকা হেতুতে আপাততঃ মদনমোহনের মন্দীরের সমকালীনের বোধ হয় বটে কিন্তু বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচন করিলে, এবং নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত সকল পাঠ করিলে, এই দুই মন্দীর যে মুসলমান রাজত্বের বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার গঠন অনেকটা গয়ার বৌদ্ধ দেবের মন্দীরের ন্যায় বোধ হয়। এই দুইটী মন্দীর তৎসমকালীন বা তাহার অধিক দিনের হইলেও হইতে পারে। কারণ ত্রিপুরা সুন্দরির মন্দীরের নিকট যে কতকগুলি ভগ্নদেব মুর্ত্তি আছে তাহার অধিকাংশ হিন্দু দেব মুর্ত্তি, এবং দুই একটা বৌদ্ধদেব মুর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। জাটার দেউলের ভিতরের চারি কোণে নিকট নিকট ব্র্যাকেটের ন্যায় ইট বাহির করা আছে। ত্রিপুরা সুন্দরীর মটের ভিতর ব্রাকেটের ন্যায় ইট বাহির করা আছে বটে, কিন্তু তাহা অধিক অন্তর অন্তর, এবং তাহার সংখ্যাও অল্প। জটার দেউলের মেজে প্রথমতঃ খোয়া চুণ দিয়া পেটার ন্যায় বোধ হয় বটে কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে জানা যায় যে কতক ইট খাজরি ইটের গাথা কতক ইটপট ইট গাথা, এবং তাহার উপর চুণ সুরকির পলস্তারার ন্যায় অনুমান হয়, কিন্তু তাহা কি মশল্লাতে পলস্তারা করা তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দীরের মেজের সেই রূপ। জটার দেউলের মেজের মধ্যস্থলে চতুস্কোণে এক বেদী গাথা আছে বোধ হয় সেই বেদীতে কোন শিব স্থাপন ছিল, এবং মন্দীরের ভিতর সেই বেদীর নিকট একটী কুন্ত গাথা আছে। ত্রিপুরা সুন্দরীর মেজে সমান। ত্রিপুরা সুন্দরীর মট উচ্চে প্রায় ৫০।৬০ হাত ছিল, এবং তাহা বহু দূর হইতে দৃষ্ট হইত। বোধ হয় উক্ত মন্দীরের দেব দেবী মূর্ত্তি মুসলমানেরা নষ্ট করিলে, তৎপরে সেবাতেরা বর্ত্তমানের দারুময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

ঐ ত্রিপুরা সুন্দরীর মটের নিকট রাঘব দত্তের পুস্করণী বলিয়া একটী বৃহৎ প্রাচীন দিঘী আছে। এ রূপ প্রবাদ যে রাঘব দত্ত তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি লইয়া ঐ পুস্করণীর মধ্যে মন্দীর প্রস্তুত পূর্ব্বক সপরিবারে মন্দীরে প্রবেশ করিয়া জলমগ্ন হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে যক্ষ হইয়া ঐ ধন রক্ষা করিতেছেন। ঐ পুস্করণী এক্ষণে পরিস্কার এবং গ্রীষ্ম কালে দুই তিন হাত জল থাকে, সেই সময়ে সর্ব্বদা লোকে মৎস্যাদি ধরিয়া থাকে, ঐ পুস্করণীর মধ্যে মন্দীরাদি বা এলটুঙ্গির কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় না যে পুস্করণীর নিকট রাঘব দত্ত নামে কোন এক ধনী লোকের বাস ছিল। মুসমানদিগের দৌরাত্মে সেই পুস্করণীতে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল তাহাতেই এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই পুস্করণীর নিকট লৌহজং নামে আর একটি দিঘী আছে এবং তাহার নিকট মসজিদ বাড়ী নামে একটি স্থান আছে। সেই স্থানে এক্ষণে বহুড়ু নিবাসী মহেশচন্দ্র বসু বাগান করিয়াছেন। উহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে হইতেছে। আগরার তাজের ফটকের সম্মুখে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান ভজনালয়ের রাস্তা যে রূপ হিন্দু ভগ্ন দেব মূর্ত্তি দ্বারায় প্রস্তুত অর্থাৎ ভগ্ন দেব মূর্ত্তি বিছান আছে সেই মসজিদ বাড়ীর রাস্তা ভগ্ন দেব মুর্ত্তি দ্বারায় প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণেও সেই স্থানে কতক গুলি ভগ্ন দেব মুণ্ড ও ফটকের উপরে বৃহৎ২ প্রস্তরময় কারনিশের অবশিষ্টাংশ এবং বহু পরিমাণ ইষ্টকাদির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই স্থানটি খাড়ীজুড়ী বা হেতে গড়ের প্রায় দেড় মাইল উত্তর। ক্রমশঃ।

শ্রীহরিদাস দত্ত
মজিলপুর।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵

২। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুনে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸৹ প্যাকিং ৵

৩। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸৹ প্যাকিং ৵

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥৹ প্যাকিং ⁄১০

৫। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমুত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক, পুরাতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৷৵ প্যাকিং ⁄৹

৬। গ্রহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গ্রহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৭। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নুতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥৹ ঐ ⁄১০

কেশকন্দর্প তৈল।

৮। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মুল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিক্কণতা গুন দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তেল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দুরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মুল্য ৸৹ প্যাকিং ⁄...

শরৎ—সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!!

দ্বিতীয় সংস্করণ!!

মুল্য ১৷৹, ডাকমাশুল ৵৹।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা ৫ সংখ্যা কলেজ ষ্ট্রিট, মেসার্স, কে, এম, মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ দশন মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয় ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

স্মরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সুলভ! সুলভ! অতি সুলভ

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা বিলাত হইতে বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, বারুদ প্রভৃতি শিকারের সকল রকম সরঞ্জম আনাইয়া অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছি, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় ৩২নং লাল দীঘির দক্ষিণ, ডিঃ এনঃ বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আমার জমিদারী জেলা বীরভূমের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর ও বাগণপুরের লাটের নায়েবের পদ শূন্য হইয়াছে। ঐ পদের মাসিক বেতন ৩০। ৫০০০ হাজার টাকার পরিমিত মাল জামিন লইয়া ঐ কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করা যাইবে। যিনি ঐ পদ পাইতে ইচ্ছুক। তিনি অদ্যাবধি ১৫ দিনের মধ্যে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

সিহাড়শোল সন ১২৮৩। ৬ ভাদ্র } শ্রীমতী রাণী হর সুন্দরী দেবী জমিদার সিহাডশোল

পাইকপাড়া নারসরি।

এই স্থানে আমেরিকা হইতে ইষ্টিমার যোগে নানা প্রকারের সবজির, ফুলের, লম্বা আঁশের তুলার ও তামাকের বীচ পেঁাছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সুলভ দরে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৩০ রকমের সবজি যাহাতে ৬। ৭ রকমের কপির বীজ আছে। সর্ব্ব রকম গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণ। মূল্য ৫ টাকা।

২৫ রকমের অতি উৎকৃষ্ট এবং বাছা ২ গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফুলের বীজ মূল্য ৩। টাকা।

সিআইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার বীজ ফি সের ১॥ টাকা।

অপলেণ্ড জরজিয়া তুলার বীজ ফি সের।° আনা।

যাঁহাদের এই সকল বীজের আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উত্তম রূপ প্যাক করিয়া ডাক যোগে পত্রপাঠ রওনা করিব। এই সব বিচের জন্য প্যাকিং খরচা লাগিবেনা

যাহারা এই নর্শরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এ নাগাইত এই চাঁদার টাকা পাঠান নাই অনুগ্রহ করিয়া তাহাসত্বর পাঠাইবেন।

৮ই জুন। } শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় পাইকপাড়া নারসরি কলিকাতা

রাজ—তপস্বিনী।

এই মনোহর কাব্য সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে মুল্য ডাকমাশুল ছাড়া ১ এক টাকা মাত্র। নীচের লিখিত স্থানে পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতার ক্যানিং লাইব্রেরি, হিন্দুহোষ্টেল লালবাজার শ্রীযুক্ত গুরুদাস চাটুয্যের নিকট হুগলি। শ্রীযুক্তহরচন্দ্র ঘোষের নিকট।

অপর পুস্তক।

রজতগিরি নন্দিনী নাটক। মূল্য ৸৹
সপত্নী সরো [নভেল] ঐ ১

ডাক মাশুল ছাড়া

উপরের লিখিত স্থান সকলে পাওয়া যাইবে ইতি।

নয়শো রুপেয়া।

নাটক।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵ আনা।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরি
কলিকাতা।

VEDARTHAYATNA.

The *Vedarthayatna* is a monthly publication of 64 pages containg the text tn *Sanhita* and *Pada Pathas* of the Rigveda, with a short paraphrase in modern Sanskrit, and translations in the Marathi and English languages in juxta-posion with each verse of the original, and copious notes grammatical, critical explanatory and historical. It is published at the "Indu-Prakash" Press Bombay. Its annual subscription is Rs. six in advance exclusive of postage (six Annas.)

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।